প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৭ ❖ ২৩ ফেব্রুয়ারি - ১ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

একুশে বইমেলা ২০২৫

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

ও খ্রিস্টানদের প্রকাশিত সাম্প্রতিক বইগুলো

জুবিলী বর্ষের প্রার্থনা

হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা

তুমি তোমার পুত্র, আমাদের ভ্রাতা যীশু খ্রীষ্টে যে বিশ্বাস আমাদের দান করেছ এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ভালবাসার যে শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছ, আমাদের মধ্যে তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে সেই ধন্য আশা পুণর্জাগ্রত কর।

তোমার কৃপা আমাদেরকে মঙ্গলবাণীর নিরলস বীজ বপক হিসেবে রূপান্তরিত করুক। সেই সকল বীজ নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী লাভের নিশ্চিত প্রত্যাশায়- মানবতা ও সমগ্র বিশ্ব-ভ্রমাণ্ডকে সমূলে রূপান্তরিত করুক, যেন শয়তানের সকল শক্তিকে পরাভূত ক'রে তোমার গৌরব চিরকালের মতো উদ্ভাসিত হয়।

জুবিলীর অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে পুনরায় 'তীর্থযাত্রীর আশা' জাগ্রত করুক, জাগ্রত করুক স্বর্গের সম্পদ লাভের ব্যাকুলতা। সেই একই অনুগ্রহ আমাদের মুক্তিদাতার আনন্দ ও শান্তি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিক। চিরধন্য ঈশ্বর, গৌরব ও প্রশংসা তোমারই হোক, যুগে যুগান্তরে। আমেন॥

– পোপ ফ্রান্সিস

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ০৭
২৩ ফেব্রুয়ারি- ০১ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১০ ফাল্গুন - ১৬ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

বই মেলা ও বই পড়া

বই আমাদেরকে আলোকিত করে। বই হচ্ছে মানুষের সেই বন্ধু যার জাগতিক কোনো শরীর নেই কিন্তু সে ধারণ করতে পারে সমগ্র মহাবিশ্বকে। যার পরতে পরতে লুকায়িত আছে এক অনন্ত অসীম ঐশ্বর্য। যে সেই অপার ঐশ্বর্যে ডুব দিয়েছে একাগ্র সাধনায়, সে পেয়েছে বইয়ের নিজস্ব সত্তার আসল অকৃত্রিম ভাণ্ডার, সে হয়ে উঠেছে বইয়ের অবিচ্ছেদ্য প্রেমিক। বইয়ের মধ্যদিয়েই আমরা মহান মহান মানুষ ও তাদের জ্ঞানের সাথে একাত্ম হতে পারি। মানুষ কেন বই পড়ে? একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বই পড়ার ১০টি কারণ বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো, বলার দক্ষতা বৃদ্ধি, চিন্তার স্বচ্ছতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা, মনঃসংযোগ, লিখবার দক্ষতা, বিনোদনের জন্য, অবসাদ কাটানো ইত্যাদি কারণে বই পড়ে মানুষ। কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে যে বিষয়টিকে তারা রেখেছে সেটি হচ্ছে 'মানসিক উদ্দীপনা'। বই পড়লে মানুষ মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত হয়। সেই কারণেই বই পড়ে। যখন কেউ বই পড়ে তখন কল্পনার জগতে প্রবেশ করে। যা বিশ্বাস করত না, তা বিশ্বাস করে অনুপ্রাণিত হয়, বইয়ের প্রাণহীন পাতাগুলো মানুষের মনের স্পর্শে যেন প্রাণ পায়, আর সে কারণেই আধুনিক বিজ্ঞানের এই যুগেও বই থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি মানুষ।

বাঙালি মনন ও সৃজনশীলতাকে সম্মান দেখিয়ে বাংলা একাডেমি প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করে অমর একুশে বইমেলার। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ বাংলা ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গের যে বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই এ মাসে আয়োজিত এই বইমেলার নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে বইমেলা'। এটি মূলত ভাষা আন্দোলনের স্মরণে আয়োজিত হয়, এবং বইমেলা আমাদের বইপাঠের অভ্যাসের একটি শক্তিশালী প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একুশে বইমেলা কেন্দ্র করে মুখিয়ে থাকেন বাংলাভাষী লেখক ও প্রকাশক। পাঠকরা নতুন বই বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। নতুন বইয়ের মৌ মৌ গন্ধে ভরে থাকে মেলা প্রাঙ্গণ। পাঠক, লেখক ও দর্শনার্থীদের নির্মল আনন্দ ও বিনোদনে মুখরিত হয় বইমেলা প্রাঙ্গণ। বাংলার গৌরব এবং অনন্য ঐতিহ্যের নাম অমর একুশে বইমেলা। প্রতিবছর মেলার নান্দনিকতা ও প্রসারতা যেমনি বাড়ছে তেমনি বই ও পাঠকদের সংখ্যাও বাড়ছে। যা আশাপ্রদ দিক। তবে বইমেলায় প্রতিবছরই কোনো না কোনো অঘটন ঘটে। হুমায়ুন আজাদ, অভিজিৎ রায় হামলার শিকার হয়েছেন এই বইমেলায়ই। হুমায়ুন আজাদ আহত হওয়ার কিছুদিন পর মারা গেলেও অভিজিতের ঘটনাস্থলেই প্রাণনাশ হয়েছে। কোন কোন প্রকাশনী ও বই নিষিদ্ধের ঘটনাও ঘটেছে। একটি আধুনিক সমাজে পাঠক হলো সার্বভৌম সত্তা। কোন বই তারা গ্রহণ করবে আর কোনটি প্রত্যাখ্যান করবে, তা তাদের একতিয়ারের বিষয়। ভিন্নমত, ভিন্নযুক্তি, ভিন্নভাষা অপরাধ নয়। বরং অভিব্যক্তি প্রকাশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব মানদণ্ডে ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য বিষয়। সমাজে চিন্তার স্বাধীনতা রুদ্ধ হলে সেই সমাজে অন্ধকার নেমে আসতে বাধ্য। এবছর বইমেলাতে ছোট ছোট অগুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে সমস্যার উদ্রেক হয়েছে, যা কারো কাম্য ছিলো না। একুশে বইমেলার সর্বজনীন ভাবটা প্রতিষ্ঠা করা দায়িত্বপ্রাপ্তদের নৈতিক দায়িত্ব।

সময়ের পরিক্রমায় বইমেলার পরিসর বেড়েছে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এর বড় একটি অংশকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে ঐতিহ্যের শিকড় আরও বিস্তৃত হয়েছে। যে মেলা একুশের মহান ঐতিহ্যকে ধারণ করে এত বিশাল আকার ধারণ করেছে, তা এখন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাদপীঠে স্থান পেয়েছে। এখন একুশে বইমেলার পাশাপাশি অনলাইনেও বইমেলা চলে। অনলাইনে মেলার পরিধি মার্চ পর্যন্তও গড়ায়। ঢাকার বাইরে জেলা শহরেও বইমেলার আয়োজন হয়। বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোও বইমেলার আয়োজন করে।

খ্রিস্টান কোন কোন প্রতিষ্ঠান ও চার্চ পরিচালিত কিছু স্কুল বইমেলার আয়োজন করে প্রশংসনীয় কাজ করছে। এক্ষেত্রে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলা গ্রামের কিছু উদ্যমী যুবকের উদ্যোগে গঠিত 'বইয়ের ডাক' আন্দোলন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যা বই পড়াকে আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং অব্যাহতভাবে বইমেলার আয়োজন করে অনেকের কাছে বইকে সহজলভ্য করেছেন এবং বই পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করার প্রচেষ্টায় রত আছেন। বই আমাদেরকে আলোকিত করতে পারে এ প্রত্যয়ে বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান লেখক এ বছর একুশের বইমেলায় নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বিগত বছরে উল্লেখযোগ্য লেখক বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রচারণার অভাবে খ্রিস্টান সমাজের অনেকেই সেই বইগুলো সম্পর্কে খুব একটা জানতে পারছে না। তাই খ্রিস্টান লেখকদের বই নিয়ে মেলার আয়োজন করলে অনেকেই জানতে ও আলোকিত হতে পারবে বলে মনে করি। তবে সে মেলা আয়োজনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। †

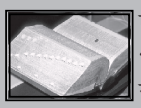

দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে– উত্তম পরিমাণে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে; কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে। *(লুক ৬: ২৭-৩৮)*

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

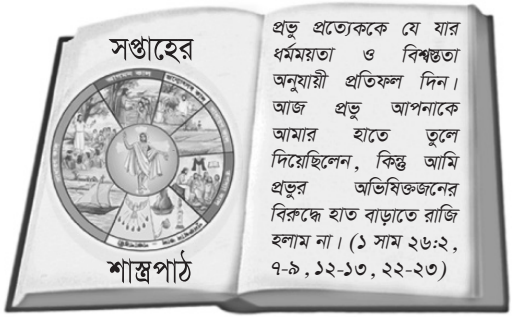

প্রভু প্রত্যেককে যে যার ধর্মময়তা ও বিশ্বস্ততা অনুযায়ী প্রতিফল দিন। আজ প্রভু আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি প্রভুর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে রাজি হলাম না। (১ সাম ২৬:২, ৭-৯, ১২-১৩, ২২-২৩)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩ ফেব্রুয়ারি - ০১ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

১ সামু ২৬: ২, ৭-৯, ১২-১৩, ২২-২৩, সাম ১০৩: ১-৪, ৮, ১০, ১২-১৩, ১ করি ১৫: ৪৫-৪৯, লুক ৬: ২৭-৩৮

২৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

সিরা ১: ১-১০, সাম ৯৩: ১-২, ৫, মার্ক ৯: ১৪-২৯

২৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

সিরা ২: ১-১৩, সাম ৩৭: ৩-৪, ১৮-১৯, ২৭-২৮, ৩৯-৪০, মার্ক ৯: ৩০-৩৭

২৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

সিরা ৪: ১২-২২, সাম ১১৯: ১৬৫, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, মার্ক ৯: ৩৮-৪০

২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

নরেকের সাধু গ্রেগরী, সন্ন্যাসী ও আচার্য

সিরা ৫: ১-১০, সাম ১: ১-২, ৩, ৪, ৬, মার্ক ৯: ৪১-৫০

২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

সিরা ৬: ৫-১৭, সাম ১১৯: ১২, ১৬, ১৮, ২৭, ৩৪, ৩৫, মার্ক ১০: ১-১২

০১ মার্চ, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ

সিরা ১৭: ১-১৩ (১৭: ১-১৫), সাম ১০৩: ১৩-১৪, ১৫-১৬, ১৭-১৮ক, মার্ক ১০: ১৩-১৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

+ ২০০৬ সি. মেরী রত্না, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. মেরী এথেরিল্ডা ডি'রোজারিও, আনএনডিএম (ঢাকা)

২৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

+ ১৯৫৪ সি. এম. কনডিইড, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৯ ফা. উইলিয়াম মারফি, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও (খুলনা)

২৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

+ ১৯২৫ ফা. এমিল লাফন্ড, সিএসসি

২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৩৩ ফা. জুসেপ্পে লাজ্জারোনি, পিমে (দিনাজঃ)
+ ১৯৯১ ব্রা. লুইস লেডুক, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

+ ১৯৭৬ ফা. ইউজিন পোয়ারিয়ে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সি. এম. উইনিফ্রেড, আরএনডিএম
+ ২০০৯ সি. মেরী শান্তি, এসএমআরএ

০১ মার্চ, শনিবার

+ ১৯৯১ সি. এম. কর্ণেলিউস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

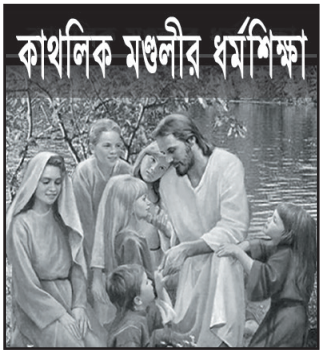

১৯০৭ প্রথমতঃ সাধারণ মঙ্গলের পূর্বশর্ত হচ্ছে মানব ব্যক্তির প্রতি সম্মান। সাধারণ মঙ্গলের নামে, জনগণের কর্তৃপক্ষ মানব ব্যক্তির মৌলিক ও অলঙ্ঘনীয় অধিকারসমূহকে সম্মান দেখাতে বাধ্য। প্রত্যেক সদস্য-সদস্যা যেন নিজ নিজ আহ্বানে সাড়া দিতে পারে তার স্বাধীনতা সমাজকে দিতে হবে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, মানবাহ্বানের বিকাশ সাধনে মানুষের জন্য অপরিহার্য তার সহজাত স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত আছে সাধারণ মঙ্গল, যেমন "বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার, এবং ধর্মীয় ব্যাপারেও ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার।"

১৯০৮ দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন নিজ দলের সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়ন। উন্নয়ন হচ্ছে সকল সামাজিক কর্তব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত সার। অবশ্যই সাধারণ মঙ্গলের নামে, বিচিত্র ধরনের স্বতন্ত্র স্বার্থের মধ্যে মধ্যস্থতা করা কর্তৃপক্ষেরই যথাযথ ভূমিকা। কিন্তু তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য, প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় সব কিছুই লাভ করতে পারে: খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, কর্ম-সংস্থান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, পরিবার গঠন করার অধিকার, ইত্যাদি।

১৯০৯ পরিশেষে, সাধারণ মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন শান্তি, অর্থাৎ ন্যায় ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা। সাধারণ মঙ্গল দাবি করে যে, কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে গ্রহণীয় উপায়ের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও তার সদস্য-সদস্যাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। বৈধভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতিরক্ষার প্রতি অধিকারই হচ্ছে নিরাপত্তার মূল ভিত্তি।

১৯১০ প্রত্যেক মানব সমাজের একটা সাধারণ মঙ্গল আছে যা নিজে থেকেই স্বীকৃতি লাভ করে; রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে এর পূর্ণ বাস্তবায়ন পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের ভূমিকা হচ্ছে বেসাময়িক সমাজ, তার নাগরিক ও মধ্যস্থতাকারী দলসমূহের সাধারণ মঙ্গল রক্ষা করা ও তার উন্নতি সাধন করা।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!

আপনি লেখালেখি করেন? আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী? তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন!

৫৫ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

নাট্যাংশে থাকবে:

- প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে।
- পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশু যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)।
- স্ক্রিপ্ট আগামী ১০ মার্চ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বি:দ্রঃ স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন অথবা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

যিশু, মারীয়া ও যোসেফ: সকল পরিবারের আদর্শ

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবার পবিত্র ত্রয়ী হলেও তাদের জীবন, মূল্যবোধ এবং পারিবারিক সম্পর্ক আধুনিক সমাজেও বিশেষ প্রাসঙ্গিক। তাঁরা ছিলেন আদর্শ মানবিক সম্পর্কের প্রতীক, যেখানে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আত্মত্যাগ এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির এক অভিজ্ঞান রয়েছে। তাই তো যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবারকে নাজারেথের পুণ্য পরিবার ও সকল পরিবারের আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁদের সম্পর্ক কীভাবে বর্তমান পারিবারিক কাঠামোতে উদাহরণ হয়ে উঠেছে। আমরা কিভাবে আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোকে ঈশ্বরের কৃপায় আবদ্ধ হয়ে আদর্শ পরিবার হতে পারি। তাঁদের একক জীবন আমাদের একজন আদর্শ পিতা, আদর্শ মা এবং আদর্শ সন্তান হতে আহ্বান করে। ঈশ্বর কর্তৃক যিশু, মারীয়া ও যোসেফ পবিত্র ত্রয়ীর গুরুত্ব আমাদের কি বার্তা দেয়। তাই নিয়ে আমরা ভাবতে পারি এবং ধ্যান করতে পারি।

১. যোসেফ: একজন আদর্শ পিতা

যোসেফ ছিলেন এক আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় এবং ন্যায়পরায়ণ পিতা। তার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ধৈর্য, সহানুভূতি এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার। যোসেফ যখন জানলেন যে মারীয়া সন্তানসম্ভবা, তিনি তখন সন্দিহান হন, কিন্তু পরবর্তীতে ঈশ্বরের দিকনির্দেশনায় তিনি মারীয়ার প্রতি সমর্থন জানান। তার এই সিদ্ধান্ত ছিল এক ধরনের আত্মত্যাগ যেখানে তার নিজের ভাবনা ও সামাজিক অবস্থানের থেকেও তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিবারের ভালোর দিকে নজর দিয়েছিলেন। যোসেফের এই ভূমিকা সমস্ত পিতার জন্য একটি আদর্শ, যেখানে পারিবারিক দায়িত্ব পালন, আত্মবিশ্বাস, সহানুভূতি এবং ন্যায়পরায়ণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. মারীয়া: একজন আদর্শ মা

মারীয়া ছিলেন এক অসাধারণ মা। তিনি ছিলেন শান্ত, বিনম্র এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাসী। তার জীবন আমাদের শেখায় যে, মা-হিসেবে একজন নারীর করণীয় শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া নয়, বরং সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, তার মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করা। মারীয়া যখন জানলেন যে, তার গর্ভে সৃষ্টিকর্তার সন্তান আসবে, তখন তিনি সেই পরিসমাপ্তি মেনে নিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করতে রাজি হন। মারীয়ার জীবন একটি নিখুঁত উৎসর্গের উদাহরণ তাকে না শুধুমাত্র এক মায়ের উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, বরং একজন নারী হিসেবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. যিশু: মানবতার আদর্শ সন্তান

যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আসার পর, সাধারণ মানুষের

মতো জীবন যাপন করেন এবং তার আচরণে মানবতার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। তিনি ছিলেন পরিবারের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং জীবনের সব মুহূর্তে তাঁর মা ও পিতার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। তার শিক্ষা, সহানুভূতি এবং আত্মত্যাগ আমাদের শিখায় যে, পরিবারের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সদর্থক সম্পর্কই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যিশুর জীবন শিক্ষা দেয়, একজন সন্তানের জন্য পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সেবা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং পারিবারিক জীবন

যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবার একটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করেছিলেন। কিন্তু, তাঁদের পারিবারিক জীবন শুধুমাত্র ধর্মীয় গুরুত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি মানবিক মূল্যবোধের এক মডেলও ছিল। পারিবারিক জীবনে তাঁদের সম্পর্ক, ভালোবাসা এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা শিখিয়েছেন। তারা যে সকল নৈতিক মূল্যবোধ অনুসরণ করেছেন, তা আজও আমাদের বর্তমান পারিবারিক জীবনে অপরিহার্য।

৫. সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব

যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবারে যে সম্পর্কে মূল্যবোধ প্রচলিত ছিল, তা শুধু ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রয়োগযোগ্য। বর্তমান সময়েও যখন পরিবারগুলো নানা ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তখন পবিত্র পুণ্য পরিবারটির উদাহরণ আমাদের শিখায় যে, বিশ্বাস, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ এবং ভালোবাসা প্রতিটি সম্পর্ককে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখে। তাদের জীবন ও আদর্শের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হলো পারিবারিক সম্পর্ক শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্ক নয়, বরং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সম্পর্ক।

৬. নতুন যুগে পারিবারিক আদর্শ

বর্তমান সমাজে পরিবারগুলি নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক কাঠামো, মূল্যবোধ এবং সম্পর্কের প্রকৃতি দ্রুতই পরিবর্তিত হচ্ছে। তবুও, যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবার আজও আধুনিক যুগে একটি প্রাসঙ্গিক আদর্শ ও পবিত্র পরিবার। তাঁদের মধ্যকার সম্পর্কের শক্তি যা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করে গড়ে ওঠে, তা বর্তমান সমাজে অনেক পরিবারকে নতুনভাবে ভাবতে এবং তাদের সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রেরণা দেয়।

যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবার মানবতার জন্য এক চিরন্তন আদর্শ হয়ে থাকবে। তাদের সম্পর্কের মধ্যে যে মূল্যবোধ ছিল, তা শুধু ধর্মীয় দর্শনেই নয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, তারও এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আজকের সমাজে যেখানে পারিবারিক সম্পর্ক অনেক সময় সংকটের মধ্যে পড়ছে, সেখানে এই পবিত্র পরিবার আমাদের শেখায় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমরা যেন পারিবারিক জীবনে চিরকালীন সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারে।

পরিবর্তনশীল ও জটিল বাস্তবতায় বিবাহ ও পরিবার

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, 'বিবাহ একটি জটিল বাস্তবতা' (Marriage is a complex reality)। তিনি এটাও বলেছেন, 'পরিবার হলো একটি পরিবর্তনশীল বাস্তবতা' (Family is a changing reality)। বিবাহ ও পরিবারের প্রশ্নে এইগুলোই বাস্তবতা। বর্তমান যুগধারা মুল্যায়নে এটাই আমাদের সবার কাছে আরো স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বিবাহ ও পরিবার হলো একটি জটিল ও পরিবর্তনশীল বাস্তবতা। বর্তমান যুগটা হলো বিশ্বায়ন ও ডিজিটাল-প্রযুক্তির যুগ। মানুষ আজ আর যার যার সমাজ-সংস্কার, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, যার যার ধর্ম বিশ্বাস, যার যার সমাজ শাসন-বারণ ও বিধি-বিধান, যার যার জাত-পাত-প্রথা-পদ্ধতি ও পরিধির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত, আবদ্ধ-সীমাবদ্ধ নেই। আজ আমি আমরা চলে গেছি বিশ্বের আন্তে আর বিশ্ব আজ চলে আসছে আমার-আমাদের দ্বার-দুয়ার প্রান্তে।

বিগত কয়েক দশকের বিশ্বায়নের প্রভাবে, প্রযুক্তির প্রভাবে, অর্থনৈতিক সংস্কৃতি ও আকাশ সংস্কৃতির অগ্রগতি, প্রগতি ও দ্রুতগতির ফলে এই জড়-জগতের অনেক কিছুতে এবং জীবন মান উন্নয়নে সমৃদ্ধি ঘটছে। পাশাপাশি মানব জীবনের মূল কোষ সেই বিবাহ ও পরিবারের মৌলিকত্বে অর্থাৎ এর মূল জীবন-ব্যবস্থা, এর উদ্দেশ্য ও মুল্যবোধের অনেক ক্ষতি-ঘাটতি ও অবনতি লক্ষণীয়। জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বায়ন ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ সবাইকে আগার-পাগার ভাবনা বাদ দিয়ে এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই বাস্তবতায় ও অবস্থায় বৈবাহিক আনুষ্ঠানিকতা যার যারটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা থাকলেও চিন্তা চেতনায়, মন-মানসিকতায় এবং ধ্যান-ধারণায় বিবাহের পারস্পারিক স্থায়ী বন্ধনে অঙ্গীকারাবদ্ধতায় ও যৌথ পরিবার ভাবনায় এসেছে সমূহ শিথিলতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইচ্ছার স্বেচ্ছাচারিতা।

ধর্ম-বিশ্বাস, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আচার-প্রথা ভেদে বৌদ্ধ হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমান আস্তিক নাস্তিক সাংসারিক সে যে-ই হোক সবার জন্য বিবাহ ও পরিবার গঠন হলো একটা সর্বজনীন (সকলের জন্য) এবং সর্বজনীন (সকল ব্যবস্থায়) প্রকৃতিগতভাবেই পরম্পরাগত পুরুষ ও নারীর একত্র (চুক্তির/সন্ধির/শর্তের/) সমাজ জীবন ব্যবস্থা। বিবাহ ও পবিরার নামক এই সর্বসাধারণ একত্র জীবন ব্যবস্থাটা আবার ধর্মীয় আইন অনুশাসন, আচার-আদর্শ ভেদে বিস্তর ভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে। যেমন কারো ধর্মীয় বিশ্বাস-অনুশাসনে একটাই বিবাহ যাদের কোন বিচ্ছেদ নেই, কারো ব্যবস্থায় বিবাহের বিচ্ছেদের নিয়ম রয়েছে, কারো ব্যবস্থায় একাধিক অর্থাৎ দুই তিন চারটা বিবাহ করার সুযোগ রয়েছে, আবার আরেক দিকে কারো প্রথা পদ্ধতিতে একদিনের দেখাতে বিবাহ করা যায়, কারো ব্যবস্থায় কোন প্রথা-পদ্ধতিই নেই, কারো আবার বিধি বিধানে যথেষ্ট সময় নিয়ে লগ্ন ধরে হোক বা দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে যেতে হয়। কারো বিশ্বাস বিধানে বিবাহ একটা সংস্কার যা অবিচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন, কারো বিধি বিধানে এটা একটা সামাজিক চুক্তি। কারো বিধি বিধানে পাত্র পাত্রীর প্রকাশ্য সম্মতির পরস্পর বিনিময়ে বিবাহ সৃষ্টি হয়, কারো বিধি বিধানে আর্থিক বিনিময়ে (দেন মোহর) অপরিহার্য, আবার কারো বিধি বিধানে আচার-মন্ত্র মুখ্য।

আবার দেশের নাগরিক অধিকারে রাষ্ট্রীয় বিধি বিধানেও বিবাহ করার সুযোগ রয়েছে সেখানে কোন ধর্ম নয়, নাগরিক অধিকার যা রাষ্ট্রীয় আইনে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে কোন কোন দেশ আবার Same sex union কে 'বিবাহ' নামে আইনি স্বীকৃতি দিচ্ছে। এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও বিবর্জিত। আবার এক এক ধর্ম বর্ণ ভেদেও বিবাহের সংজ্ঞা এবং এর ব্যাখ্যা এক এক রকম। তাই এখানে দেখা যায় যে একটা সর্বজনীন প্রকৃতিগত কমন পুরুষ ও নারীর একত্র সমাজ জীবন ব্যবস্থায় ভিন্ন সংজ্ঞা ও ভিন্ন অবস্থা, ভিন্ন প্রথা-পদ্ধতি বর্তমান। অবশ্য এতে অনেকরকম বৈচিত্র বৈশিষ্ট্যতার দিক রয়েছে। কিন্তু বিশ্বায়নের এই অবস্থায় মানুষজন যখন এক কাতারে চলছে সেখানে জনে-মনে এবং সম্পর্ক গড়নে এর বিভ্রান্তিও কম নয়। খ্রিস্টীয় বিবাহ হলো পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুধু একটা চুক্তি নয় বরং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক একত্র ও অবিচ্ছেদ্য প্রেমের জীবনের স্বেচ্ছা, স্বাধীন, স্বজ্ঞাত প্রতিশ্রুতির বন্ধন যাকে আমরা সন্ধির বন্ধন বলি। সন্ধি হলো উভয়ের মধ্যে সারা জীবনের এবং জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের একত্রিত প্রেমের দাম্পত্য জীবন।

ধর্ম বর্ণ ভেদে বিবাহের জন্য বিধি বিধানের প্রথা পদ্ধতির যে মর্যাদা ও বৈচিত্রতার দিকটা রয়েছে বর্তমান মানসিকতায় ও বৈষয়িক বাস্তবতায় তা অনেকের কাছেই আবার বাড়াবাড়ি মনে হয়। বর্তমানে যেটাতে সহজ সুযোগ ভোগ করার পথ রয়েছে সেটাতেই আসক্ত হচ্ছে এবং সেটা বেছে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। যেমন প্রথমত অল্প পয়সায় কোর্টের কাগজ করে নেওয়া বা আনুষ্ঠানিক বিয়ে কি দরকার তাই একত্রিত থাকতে শুরু করা বা প্রেমের কারণে অন্ধ হয়ে নিজের প্রথা ও বিশ্বাসের আচার প্রক্রিয়া বিসর্জন দিয়ে অন্যের সহজ উপায়টা বেছে নেওয়া ইত্যাদি। বর্তমানে সবচেয়ে গুরুতর ট্রেন্ট বা প্রবণতা হলো অতি সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদে যাওয়া। জগতের ইতিহাসে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে সবচেয়ে বড় ধ্বস হলো বর্তমানের এই বিবাহ বিচ্ছেদ ভাঙ্গন। যাদের নিয়মে বিবাহ বিচ্ছেদ রয়েছে তাদের মধ্যেতো অহরহ ঘটছেই, তাছাড়া যাদের বিবাহ সংস্কার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বিচ্ছেদ নেই তারাও তাদের নিয়ম বহির্ভূত এই সহজ সুযোগগুলোর দ্বারা অতি সহজেই সংক্রমিত হচ্ছে এবং বিচ্ছেদে যাচ্ছে। বিচ্ছেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আইনী গুরুতর কারণ থাকতে হয় কিন্তু আজকাল সেই কারণ আর লাগে না উপরন্তু নিজের ইচ্ছা ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তটাই বড়।

বর্তমানে খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ এক অস্বাভাবিক আকার ধারণ করছে। এটা বর্তমান বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি ও আকাশ সংস্কৃতির অপ্রতিরুদ্ধ প্রভাবে হচ্ছে। তবে এর পিছনে মূল কারণ হলো খ্রিস্টীয় বিবাহের অর্থ, উদ্দেশ্য ও পারিবারিক সুষ্ঠ মুল্যবোধ শিক্ষার অভাব এবং অগভীরতা দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। বর্তমান জগতের বৈষয়িক বা জাগতিক মুল্যবোধের নিয়ন্ত্রণহীন অস্থির প্রভাবের ফলে এই বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে, পালনে চরম অধৈর্য্য এবং অসহিষ্ণুতা কারণ। মহাকালের এটা একটা মহা ক্রান্তিকাল যখন মানুষ এক চরম আত্মকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারী মোহ ভ্রান্তিতে চলছে। তবে পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় আগামী ভবিষ্যতে এই মোহ ভ্রান্তিমুক্ত বিবাহ ও পরিবার গঠন ও গড়ন কতটুকু সম্ভব তা কিন্তু এখনকার অবস্থা এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তা এত সহজ হবে না। এর স্রোতের বিপরীতে যদি না খ্রিস্টীয় গভীর বিশ্বাস চর্চার সাথে সঠিক বিবেক গঠন ও মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্তভাবে চর্চার সিদ্ধি ঘটে।

এযুগের প্রজন্মের কাছে বিবাহের অর্থ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ধারণা নিয়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। খ্রিস্টীয় বিবাহের মৌলিক জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যাপারে রয়েছে অজ্ঞতা। বিবাহের স্থায়ী বন্ধনের বিষয়ে রয়েছে অনীহা, রয়েছে বিবাহের বিচ্ছেদ প্রবণতা ও মানসিকতা। পরিবার গঠনের চেয়ে ক্যারিয়ার গড়ার ব্যাপারে রয়েছে অধিক ঝোঁক, রয়েছে বিবাহ না করার ব্যাপারে উদাসী আচরণ, রয়েছে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা, রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন

ও বিশ্বাস চর্চার ক্ষেত্রে উদাসীনতা, রয়েছে সন্তান না নেওয়ার ব্যাপারে অনীহা। এদিকে রয়েছে মিশ্র ও অসম বিশ্বাসীদের সাথে অগাধ সম্পর্ক, রয়েছে বেপরোয়াভাবে বিবাহ পূর্ব অগাধ সম্পর্ক (যৌন সম্পর্ক), রয়েছে বিবাহত্তোর বিশ্বস্ততার অভাব বা পরকীয়া, রয়েছে বৈবাহিক প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতায় উদাসীনতা, রয়েছে বৈবাহিক সম্পর্কে পরস্পর মর্যাদার ঘাটতি, রয়েছে Anti-life মানসিকতা, রয়েছে অসততা ও নৈতিক মুল্যবোধ চর্চার সংকট, গড়ে উঠছে সীমাহীন বৈষয়িক চিন্তা ও চাহিদা, গড়ে উঠছে অসম বয়সে প্রেম- পরিণয়-অভিনয়, রয়েছে মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, ঘরে ঘরে রয়েছে ভায়োলেন্স।

নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে এই লক্ষণগুলোও অবাধ হয়ে উঠছে। আর তা হলো অবিবাহিত ছেলেদের বিবাহিত নারীদের দিকে ঝোঁক, আর বিবাহিত নারীদের অবিবাহিত পুরুষের প্রতি ঝোঁক। আর বেশী রকমভাবে অবিবাহিত মেয়েদের পয়সাওয়ালা বিবাহিত পুরুষের সাথে সম্পর্ক, আজকাল রয়েছে মিস্ট্রেস রাখা, দু'টা স্ত্রী রাখা। আর এতে মেয়েদের তাতেও আপত্তি নেই। গ্রামে এক সংসার আর শহরে আর একটা সংসার এটা অনেকটা পুরোনো বাস্তবতা। আজকাল একটু আধটু কারণেই বিচ্ছেদে যাওয়া, আজকাল মামলা জিডি মোকদ্দমা তো পবিবারের মধ্যেই বেশী, স্বামী স্ত্রী-র মধ্যেই বেশী। আগে শোনা যেতো যে স্ত্রীরাই মার খেতো আর আজকাল পরস্পর মারামারিতে উভয়েই হয় যুদ্ধাহত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মারামারি কারো কোন অধিকারেও পরে না, কারো কোন অগ্রাধিকারেও পরে না, তাদের মধ্যে এই আগ্রসী আচরণ সবচেয়ে জঘন্য ও ঘৃণ্য। তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বোধনেও রয়েছে 'তুই-তুকারি' যা আর এক অসম্মানজনক আচরণ। বিবাহ বন্ধনে স্বামী-স্ত্রী-র মধ্যে এই সম্বোধন হীন মানসিকতা ও দীনতার পরিচয়। তারপর রয়েছে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব 'তোমার' 'আমার' যার যারটার মধ্যে কত বড় যে দেয়াল তৈরী করে চলে সেখানে কারো কারোটার ব্যাপারে হাত দেওয়ার, প্রবেশ করার, প্রশ্ন করার কোন সুযোগ নেই। এটা যেন একই ঘরে বিচ্ছিন্নবাদীদের একসাথে বসবাস, যেখানে চলমান সংঘাত চলতেই থাকে। সময় সময় ceasefire হলেও সবসময় যুদ্ধান্মুখ অবস্থা। সেখানে হয় সীমানা ভাগাভাগি, বিছানা ভাগাভাগি, সম্পদ ভাগাভাগি, সংসার ভাগাভাগি।

এই পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় ভয়ের বিষয়টা হলো বিবাহে সন্তান না নেওয়ার মানসিকতা এবং নিলেও পরিকল্পনাহীনভাবে একজন, উর্ধ্বে দু'জন। এক দু'সন্তানে পরিবার গঠন কিন্তু সম্ভাব্য অনেক অঘটন ও সংকট থাকে। এতে তথাকথিত পরিবার গঠন হয় কিন্তু এর পরিসর থাকে খুব গৌণ। পরিবার হলো (প)পরিজন পরিবেষ্টিত (রি) রীতিনীতি নির্ভর পারস্পরিক (বা) বাৎসল্যের বন্ধনের একত্র (র) রক্ষিত জীবন। বর্তমানে যে পারিবারিক কাঠামো গড়ে উঠছে তাতে দুই জেনারেশন মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পিতামাতা সন্তান। এখানে অধিকাংশ পরিবারেই দিদা-দাদু, ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদা নেই, নাতি-নাতনী নেই। একসাথে তিন জেনারেশন না থাকলে সঠিক পারিবারিক বাৎসল্যের বন্ধন ও মুল্যবোধ গড়ে ওঠে না। কোন না কোন অভাব থেকেই যায়। এখানে ধর্মীয়, মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সীমিত, স্নেহ-মায়ার চর্চা ও বন্ধন সীমিত, সামাজিকতা সীমিত, রক্তের পরম্পরা সীমিত, আত্মীয়তার চেনা পরিচয় সীমিত। এতে চিন্তা- চেতনা ও মন হয় সংকীর্ণ, সম্পর্ক হয় সংকীর্ণ, পরিচয় হয় সংকীর্ণ, তার চলার পরিসর হয় সংকীর্ণ, আসলে জীবনগুলোই হয়ে যাচ্ছে সীমিত ও সংকীর্ণ।

আসলে খ্রিস্টভক্তগণ আজকাল যে জীবন ব্যবস্থাই সহজ ও সুবিধার সুযোগ নিক নাইবা কেন, সমস্যামুক্ত হতে পারবে না যদি না খ্রিস্টীয় বৈবাহিক ও পারিবারিক মৌলিক শিক্ষায় যুক্ত থাকে।

বক্সনগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
BAKSHANAGAR CHRISTIAN CO-OPERATIVE CEEDIT UNION LTD.
স্থাপিত: ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজি. নং-১১০১/২০০৬, Estd. 1993, Reg. No. 1101/2006

নির্বাচন-২০২৫ ও বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বক্সনগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সকল সদস্য-সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে, বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত, ব্যবস্থাপনা কমিটির (সভা নং-৩৪) মাসিক সভায়, আগামী **২ মে ২০২৫** খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, **নির্বাচন-২০২৫ ও বিশেষ সভার** দিন ধার্য করা হয়েছে। অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের অফিস প্রাঙ্গণে, **সকাল ১০টা** থেকে **দুপুর ২:০০ টা** পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে ১ জন চেয়ারম্যান, ১জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১জন সেক্রেটারী, ১জন ট্রেজারার এবং ৫জন ডিরেক্টর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

টমাস বরুন গমেজ
চেয়ারম্যান

গাব্রিয়েল জেসি গমেজ
সেক্রেটারী

গ্রাম: বকসনগর, পো: অ: ছোট বক্সনগর
উপজেলা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা, বাংলাদেশ।
মেবাইল: ০১৮২৩৭৮৮৬৬৬, ০১৮৮০১৬৬২৯০
ই-মেইল: bakshanagar.cccu.ltd@gmail.com

Vill: Bakshanagar, P.O: Chhoto Bakshanagar
Upazila: Nababgonj, Dist:Dhaka,Bangladesh
Mobile: 01823788666, 01880166290
E-mail: bakshanagar.ccc.ltd@gmail.com

বিজ্ঞ/৫৪/২৫

JOB OPPURTUNITY !!!

We are looking for a male care giver for my brother who is 42 years old and has been diagnosed with schizophrenia, hypertension and diabetic.

The suitable candidate needs to be patient, caring and empathetic to the client. He will be responsible for the client's medication, daily chores and diet. He needs to encourage the client for personal hygiene, exercise and daily prayers.

If you consider yourself as a suitable candidate, please contact me.

Rosemary Gomes
rosemary_78@hotmail.co.uk
Location of the job: North Kafrul, Dhaka
Salary: Negotiable

বিজ্ঞ/৫৫/২৫

একুশে বইমেলা ও আমাদের বইগুলো

ভূমিকা: ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস। এ মাসের প্রায় প্রতিটি দিন প্রতিবাদী চেতনা আর দ্রোহের উত্তাপে সমুজ্জ্বল। এই মাসেই শুরু হয় বাঙালির প্রাণের মেলা বইমেলা। বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক, বই ভালোবাসা ও ভালো লাগার প্রতীক। বই কিনে আর বই পড়ে কেউ কখনো দেউলিয়া হয়নি। আমাদের অর্থবিত্ত, মান-সম্মান, খ্যাতি-যশ-শক্তি কারও চিরস্থায়ী হয় না, কিন্তু যাহা লেখা হয় তা থেকেই যায়। বই আমাদের মনকে জাগ্রত করে, সচেতন হই, বই আমাদের নিত্যসঙ্গী। বই পড়ে জ্ঞান প্রসারিত হয় অজানাকে জানতে পারি। বই মানুষের বন্ধু, সর্বদা নতুন নতুন পথ দেখায়। বই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য একুশে বইমেলা একটি বিশেষ আয়োজন। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-চর্চা ও বই পাঠে উৎসাহিত করতে বইমেলার বিকল্প নেই। এখানে নামি দামী লেখকদের সমাগম ঘটে, তাদের সাক্ষাতে কথা বলে অনেকেই সাহিত্য চর্চা ও বই পড়ায় মনোযোগি হয়। লেখকদের নতুন নতুন বই পাঠে জনগণ উপকৃত হয়। বর্তমানে শিশুরা অনেকেই বাবা-মা'র হাত ধরে বইমেলায় আসছে। তারা আনন্দ চিত্তে বই কিনছে। এভাবেই তাদের মনে বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিণত বয়সে লেখালেখির মনোভাব গড়ে উঠছে। এক সময় তারা বই প্রেমিক হয়ে নিজেরাও সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করবে। এমনিভাবেই জ্ঞানচর্চা বিকশিত হচ্ছে। তাই শৈশব থেকে শিশুদের ভাষা অনুশীলন এবং তা চর্চায় উৎসাহিত করতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

একুশে বইমেলার ইতিহাস

বইমেলা এখন মানুষের এক জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক এবং জ্ঞানানুশীলনের কেন্দ্রও বটে। জানা যায়, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সামনের বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার শুরু করেন। এই ৩২টি বই ছিলো চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমানে মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থানকারী বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি মহান একুশে মেলা উপলক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি ১৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে একাডেমি মাঠের কিছু জায়গা চুনের দাগ দিয়ে প্রকাশকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। প্রকাশকরা যে যার মতো স্টল তৈরি করে বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় পর্যন্ত এই আয়োজনের কোনো স্বীকৃতি ছিলো না। কোনো নামও দেওয়া হয়নি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনেও এর কোনো উল্লেখ থাকতো না।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানসূচিতেও এই কার্যক্রমের কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ঐ সময় অমর একুশে উপলক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা অনুষ্ঠিত হতো। মেলার তখন নাম ছিলো একুশে গ্রন্থমেলা।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে একুশে বইমেলার মেয়াদ কমিয়ে ২১ দিনের পরিবর্তে ১৪ দিন করা হয়। কিন্তু প্রকাশকদের দাবির মুখে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মেলার মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি করে করা হয় ২১ দিন। মেলার উদ্যোক্তা বাংলা একাডেমি। সহযোগিতায় ছিলো জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মেলার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই মেলার নতুন নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'।

আগে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হতো। এরপর ক্রেতা, দর্শক ও বিক্রেতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে এই মেলা নিয়মিতভাবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রকাশকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাড়ানো হয়েছে মেলার পরিসর। সেই ৩২টি বইয়ের ক্ষুদ্র মেলা কালানুক্রমে বাঙালির প্রাণের বইমেলায় পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে লেখক প্রকাশক পাঠকদের মহামিলন তীর্থে। প্রকাশক, লেখক ও পাঠকদের মাসব্যাপী মিলন মেলা এখন বাংলা একাডেমী ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত। তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতিতে আমূল বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-ভাবনার জগৎ। দিনকে দিন জটিলতর হচ্ছে মানুষের মন-মনন, জীবন ধারা। সমকালের জটিল জীবনবোধ নিয়ে রচিত হচ্ছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস। তবে এর পাশাপাশি পাঠক ও বইপ্রেমীদের কাছে এখনও সমান জনপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, মানিক বন্দোপাধ্যায়, হুমায়ুন আহমেদসহ অন্যান্য জনপ্রিয় লেখকদের বইগুলো। এসব চিরায়ত বই চির নবীনের মতই।

বইমেলা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

এবারের অমর একুশে বইমেলা শুরু হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে, যা চলবে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে। এবারের মেলার মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ"। মেলার উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "জুলাইয়ের চেতনায় নতুন রূপে আয়োজিত হয়েছে এবারের বইমেলা। একুশ আমাদের মূল সত্তার পরিচয়, একুশে মানে জেগে ওঠা, একুশ আমাদের দৃঢ়বন্ধন।"

বইমেলার প্রথম দিন থেকেই পাঠক ও দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। নতুন বইয়ের প্রতি সবার আগ্রহ এবং মেলায় অংশগ্রহণকারীদের উচ্ছ্বাস প্রমাণ করে যে একুশে বইমেলা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

মেলায় জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতি ও চেতনাকে ধারণ করে রচিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলনসহ বিভিন্ন নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ে সেমিনার ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি ও নাট্য পরিবেশনা, আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিশিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পী, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীরা অংশ নিচ্ছেন। এসব আয়োজন মেলাকে শুধু বই কেনাবেচার স্থান নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত করেছে।

এছাড়াও, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের গুণগত মান ও শৈল্পিক উৎকর্ষের ভিত্তিতে

বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হবে, যেমন "চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার", "মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার", "রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার" এবং "কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার"।

বইমেলার স্টল

মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান জুড়ে, যেখানে ৭০৮টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ১,০৮৪টি ইউনিট দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৯৯টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৬০৯টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। এছাড়া, মেলায় ৩৭টি প্যাভিলিয়ন এবং লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে ১৩০টি লিটল ম্যাগাজিন স্টল রয়েছে। শিশুদের জন্য বিশেষভাবে করা হয়েছে "শিশু চত্বর", যেখানে ৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১২০টি ইউনিট দেওয়া হয়েছে।

বইমেলার সময়সূচি

মেলা প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে, তবে ছুটির দিনে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মেলা সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিকেল ৪টায় মূল মঞ্চে সেমিনার এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শুক্র ও শনিবার সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত "শিশুপ্রহর" হিসেবে নির্ধারিত।

মেলার বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে; মেট্রোরেল স্টেশনের অবস্থানের কারণে মেলার বাহির-পথ মন্দির গেটের কাছাকাছি স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রবেশ ও বাহিরের জন্য টিএসসি, দোয়েল চত্বর, এমআরটি বেসিং প্ল্যান্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন এই চারটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

মেলার পরিবেশ ও নিরাপত্তা

বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক প্রকাশক, লেখক ও পাঠককে একত্রিত করে। মেলায় অংশগ্রহণকারী ও দর্শনার্থীদের জন্য খাবারের স্টল, নামাজের স্থান, ওয়াশরুমসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা ও তথ্যকেন্দ্র রয়েছে এবং প্রবেশদ্বারে বিশেষ চেকিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলার পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মেলাকে পলিথিন ও ধূমপানমুক্ত রাখা হয়েছে, এবং সার্বিক নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, আনসার ও গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে।

বইমেলায় আমাদের অংশগ্রহণ

প্রতি বছরের মত এ বছরও বিভিন্ন খ্রিস্টান লেখকরা বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে তাদের বই প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে তাদের বই প্রকাশিত হয়েছে। মেলায় বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের পক্ষ থেকে "আর্শি" নামে লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে স্টল নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আদিবাসী "মান্দি" লেখকদের স্টলও রয়েছে। এই স্টলগুলোতে খ্রিস্টান লেখক-লেখিকাদের বইগুলো রয়েছে। বইমেলায় এবং বিগত বছরে প্রকাশিত খ্রিস্টান লেখকদের বইগুলোর পরিচিতি এবং মূলভাবকে নিয়ে সাজানো হয়েছে এই বিশেষ সংখ্যাটি।

১.

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর: ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" গবেষণামূলক গ্রন্থটির প্রধান লেখক ও সম্পাদক কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি এবং সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন যোসেফ ডি'রোজারিও ও ব্রাক ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মেরী মনিকা গোমেজ।

গ্রন্থটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল: গ্রন্থটি মূলত বাংলায় রচিত তবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ইংরেজীতে রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক; জনপদের জাগতিক ও ধর্মীয় ভাষা-সঙ্গীত-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-আচার-ব্যবহার; পরিসংখ্যান ও তথ্য বিশ্লেষণমূলক; অতীত ও বর্তমান বহু লেখকদের রচনা-সংকলন; ধর্মীয় জীবনধারী সেবক-সেবিকাদের পরিচয়; অবদানকারী ৬০ এর উর্ধ্বে প্রয়াত ও জীবিতদের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতি; প্রবাসী অভিবাসীদের অভিমত; পাদ্রীশিবপুরের অবদান ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা; কয়েকটি বংশ-তালিকা; প্রচ্ছদ ও ১২টি ম্যাপসহ, ২৫০ টির অধিক অতীত ও বর্তমানের সাদা-রঙিন ছবি, ফলক ও লিপিফলক-এর সন্নিবেশন; গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার সাইজ (7.25" x 9.15") এবং গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭৫। প্রতি কপির শুভেচ্ছামূল্য মাত্র ৩০০ টাকা। তেজগাঁও গির্জার প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত "প্রতিবেশী প্রকাশনীর" বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে গ্রন্থখানি।

গ্রন্থটির রচনার মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো;

(১) পাদ্রীশিবপুরের অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সম্পর্কে পুস্তক রচনা

(২) পাদ্রীশিবপুরের প্রায় হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে তা সংরক্ষণ করা

(৩) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেকড়ের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করা।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর:ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নোক্ত ত্রয়োদশ ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে

প্রথম ভাগ: প্রেক্ষাপট: বাকেরগঞ্জ/বরিশাল জেলা, বাকেরগঞ্জ উপজেলা ও পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন

দ্বিতীয় ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ইতিহাস অবকাঠামো ও ক্রমবিবর্তন

তৃতীয় ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অধিবাসী ও অভিবাসী

PART FOUR: EXTERNAL MIGRATION OF THE PADRISHIBPURIANS

পঞ্চম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ ভাগ : পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীত ও বর্তমানের সেবাপ্রতিষ্ঠান

সপ্তম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান

অষ্টম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বিশপ, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী: অতীত ও বর্তমান

নবম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীতের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার, প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিত্ব, অ্যালবাম ও রচনা

দশম ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: স্থানীয় সমাজ, দেশ ও মণ্ডলীতে অবদান

একাদশ ভাগ: পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: উপসংহার ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

দ্বাদশ ভাগ: সংগৃহীত পরিসংখ্যান ও দলীয় আলোচনার ফলাফল ও তথ্যপ্রদানকারী

ত্রয়োদশ ভাগ: পরিশিষ্ট: সংকলিত তথ্য:

এছাড়াও গ্রন্থটিতে সংযোজিত তিনটি পরিশিষ্ট গ্রন্থটির মান, খাঁটিত্ব ও গ্রহণীয়তা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সেগুলো হলো;

পরিশিষ্ট -১: "রামুর পালা"

পরিশিষ্ট -২: বংশ-তালিকা

পরিশিষ্ট -৩: গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর: ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বহু মানুষের শ্রম ও মেধা, চিন্তা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। শ্রীমন্ত নদীর মিলন-মোহনায় কত হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ভাইবোনদের রয়েছে আনাগোনা, চলা-ফেরা, লেনা-দেনা এবং একসঙ্গে পথচলা। এসবের কথাগুলোই সাবলীলভাবে ব্যক্ত হয়েছে গ্রন্থটিতে।

সবার প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়েছে এই গ্রন্থটি। শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর কাল-কালান্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক ঐতিহ্যবাহী এই খ্রিস্টীয় জনপদ। উল্লেখ্য "শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর: ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" গ্রন্থটির মোড়ক গত ২৯ ডিসেম্বর তারিখে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে উন্মোচিত হয়।

২. (২-৩)

নীতিশাস্ত্রের শিক্ষক ও সুলেখক বিশপ জের্ভাস রোজারিও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে 'নৈতিকতা ও ন্যায্যতা এবং খ্রিস্টিয় মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ' নামে দু'টি বই প্রকাশ করেছেন প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে।

'নৈতিকতা ও ন্যায্যতা' নামক বইটিতে মানুষের জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো উঠে এসেছে। বিশেষ করে নৈতিকতার মানদণ্ডে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বে কিভাবে ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপন ও অনুশীলন করা যায় তাই প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক আচরণ মানুষের জীবন ও অন্তর্নিহিত মর্যাদা দাবী করে। সেই মূল্য ও মর্যাদা মানুষ তার জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভ থেকেই লাভ করে থাকে। তাই আমাদের উচিত মানব জীবনের মূল্য ও মর্যাদাকে অতি উচ্চে তুলে ধরা। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলো যদিও ততটা ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত হয়নি, তবুও যা লেখা হয়েছে তা বিভিন্ন নৈতিক বিষয়কে উল্লেখ করে। প্রবন্ধগুলো অনেক আগে লেখা হয়েছে; তবু সেগুলো এখনো বর্তমান ও সমসাময়িক।

দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে অফহোয়াইট কাগজে মানসম্পন্ন কাগজে মুদ্রিত বইটি পড়তে চোখে ও অন্তরের আরাম বোধ হবে। কেননা বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর এক সময়ের নৈতিক ঐশতত্ত্বের শিক্ষকের 'নৈতিকতা ও ন্যায্যতা' নামক বইটিতে মানব জীবনের প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ, পরিবার, নারী ও শিশুর মর্যাদা, সেবা ও দয়াকাজ, মানব উন্নয়নসহ বৈবাহিক ও পারিবারিক নৈতিকতা বিষয়ক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। একইসাথে বাংলাদেশে সান্তাল খ্রিস্টান পরিবার, তাদের বিবাহ এবং সান্তাল পরিবারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন বইটিতে অনন্য মাত্রা যুক্ত করেছে।

২২টি শিরোনামে ১১৬ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র দুইশত টাকা। খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র ও প্রতিবেশী প্রকাশনীতে বইটি পাওয়া যাচ্ছে।

সমাজ ও মণ্ডলী বিশ্লেষক বিশপ জের্ভাস রোজারিও তার যাজকীয় ও পালকীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছেন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মিলন ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা। সঙ্গত কারণেই প্রয়োজনের অনুভব থেকেই রচনা করেছেন 'খ্রিস্টিয় মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ' নামক বইটি।

এই বইটির প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তুর সর্বজনীন মূল্য থাকলেও খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীদের জন্য বেশী উপযোগী। এতে খ্রিস্টীয় সমাজে মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। দুই হাজার খ্রিস্টবর্ষের মহান জুবিলী উপলক্ষে কয়েকটি লেখা রয়েছে এবং পরবর্তী বছরে যা আরো যুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর মূল লক্ষ্য হলো খ্রিস্টভক্তগণ যেন বিবাহ ও পরিবারের নিগূঢ় বিষয় বুঝে সেই মূল্যবোধে জীবন যাপন করতে পারে। যদিও লেখাগুলো অনেক আগে লেখা হয়েছে, তবু এগুলোর বিষয়বস্তু এখনও শিক্ষণীয় মূল্য বহন করে।

বইটিতে ১৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। মহান জুবিলীকেন্দ্রিক প্রবন্ধ ছাড়াও রয়েছে বিবাহ, পরিবার, সমাজ, ব্রতীয় ও যাজকীয় জীবন, মানব জীবন, মণ্ডলী ও বাংলাদেশ মণ্ডলী বিষয়ক কিছু প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক প্রবন্ধ অর্থাৎ মানব জীবনের কিছু মৌলিক বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা রয়েছে এই বইটিতে। বিবাহ, পরিবার ও মণ্ডলীতে কমন একটি ফ্যাক্টর হলো 'মিলন'। মিলন আনয়নের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা প্রয়োজন। ব্রতীয় সংঘবদ্ধ জীবন, যাজকীয় জীবন এবং পারিবারিক জীবনের কিছু কথা বইটিতে তুলে ধরে লেখক বইটির বিষয়বস্তুতে মিলনের প্রকাশ ঘটিয়ে বইটির নামকরণের যথার্থতা এনেছেন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ১৭২ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য মাত্র দুইশত টাকা। খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র ও প্রতিবেশী প্রকাশনীতে বইটি পাওয়া যাচ্ছে।

৩. (৪-৫)

লেখক হিসেবে খ্রিস্টান সমাজে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তিত্ব ফাদার দিলীপ এস. কস্তা ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে উপহার দিয়েছেন দুইটি বই। প্রথমটি কবিতার আর দ্বিতীয়টি প্রবন্ধ-নিবন্ধের। ১৩৫টি কবিতা নিয়ে কবিতা বইটির নাম তুমি আছো, আমি আছি। বইয়ের নাম শুনে বারোয়ারী প্রেমের কবিতা মনে হলেও বইটিতে রয়েছে সর্বজনীন প্রেমের এক আবাহন। ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতি প্রেমসহ মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুন্দর মুহূর্তগুলো ফুটে ওঠেছে কবিতার পংক্তিমালাতে এই বইটিতে।

দ্বিতীয় বইটি সার্বজনীন উৎসব বড়দিনকে ঘিরে। মানুষের জীবনে বিচিত্র আঙ্গিকে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসব উৎপত্তি হয় জাতীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে। ভারত উপমহাদেশে উৎসব হলো জীবন ও বিশ্বাসের প্রকাশ। বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য হলো 'বারো মাসে তেরো পূজা' অর্থাৎ প্রতি মাসেই ধর্মীয় কারণে উৎসব রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত উৎসবগুলো যথাযথ মর্যাদা ও আনন্দের সাথে উদযাপন করা হয়।

যিশুর জন্মদিন তথা শুভ বড়দিনের উপহার সকলের কাছে তুলে দিতে ফাদার দিলীপ এস. কস্তা রচনা করেছেন 'যিশুর জন্মদিন: শুভ বড়দিন' নামক নতুন বইটি। যিশুর জন্মদিন তথা বড়দিনের ইতিবৃত্ত এক মলাটে আবদ্ধ করার দুঃসাহস দেখিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন সম্পর্কে বিশদ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এই বইটি প্রকাশ করছেন। বইটিতে রয়েছে যিশুর জন্মের বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রের কথা, ঐতিহাসিক বিবর্তন, বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও দেশে তা উদ্‌যাপনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ। বইটি লিখতে গিয়ে লেখক বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

বড়দিনের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে পরিশিষ্ট বিষয়টি যোগ করা হয়েছে। এতে স্থান পেয়েছে বড়দিনের নভেনা, বড়দিন কেন্দ্রিক উপাসনার পাঠ এবং বেশ কিছু কীর্তন। অধিকাংশ কীর্তনই বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তায় সংগ্রহ করেছি এবং খ্রিস্টিয় উপাসনা সঙ্গীত সংকলন 'গীতাবলী' থেকে মোট ১২টি কীর্তন পরিশিষ্টের মধ্যে রাখা হয়েছে। বড়দিন বিষয়ক কীর্তন সংযোজন বইটিকে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক ও উপযোগী করেছে। খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র ও বনপাড়া ধর্মপল্লীতে বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে।

৪

ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা বিবাহ ও পরিবারের উপর বেশ কয়েকটা বই প্রকাশ করেছেন। বইগুলো খ্রিস্ট মণ্ডলীর মৌলিক শিক্ষা ও মণ্ডলীর আইন শাস্ত্রের আলোকে বিশ্লেষণধর্মী লেখা যা খুবই বাস্তবমুখী এবং দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের জন্য ব্যবহারিক ও অনুপ্রেরণাদায়ক। 'ধর্মপল্লী ও পালক : মাণ্ডলিক আইনী ও পালকীয় সহায়ক গ্রন্থ' নামে তার এই বইটি ধর্মপল্লীর পালকদের জন্য আরো ব্যবহারিক, প্রায়োগিক, যা তাদের প্রতিদিনের পালকীয় ও আইনী বিভিন্ন দিকে তাৎক্ষনিক সহায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পালকই ধর্মপল্লীর চালক ও কাণ্ডারী। স্থানীয় নির্দিষ্ট ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ হলো তার মেষপাল। আর তাদের দেখাশুনা করার, যত্ন নেওয়ার ও পরিচর্চা করার আইনী, পালকীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালকের। ধর্মপল্লীর জীবন্ত পরিচয় ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরিচালন নির্ভর করে পালকের মাণ্ডলিক আইনী সঠিক ও স্পষ্ট জ্ঞান, তার দায়িত্বের প্রজ্ঞা ও পারদর্শিতা ও পরিচালনার দক্ষতার

উপর। সেবাকাজে অনেক সময় এমন অনেক আইনী জটিলতা দেখা দেয় বা সমস্যা সৃষ্টি হয়। তার তাৎক্ষণিক সমাধানের তাই দরকার পরে। যার জন্য আইন বিজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হয় বা তাদের কাছে আইনী বা পালকীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। তাই এই বইটি প্রাথমিক পর্যায়ে পালক, উপাসক, সংস্কার প্রদানকারী-সম্পাদনকারী, অফিস ব্যবস্থাপক, সংরক্ষক, প্রশাসক, শিক্ষক, নীতি নির্ধারক ও পরিচালক হিসাবে মাণ্ডলিক আইনী দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তা প্রতিদিনের সেবাকাজে তার সম্বন্ধে যথাযোগ্য সহায়ক হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

৩২টি বিষয়বস্তু সম্বলিত ১৫০ পৃষ্ঠার এই বইটি। মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও এ তা পাওয়া যাচ্ছে।

৫

'অনুধাবন' কবিতা গ্রন্থটি রীনা রোজারিও'র প্রথম কবিতা গ্রন্থ। কবিতা গ্রন্থের কবিতাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের বিচিত্রসব অনুভূতি যা পঠনে সকলে পাবেন সুখানুভূতি। বনলতা সেনের নাটোরের বড়াইগ্রামের কন্যা রীনা রোজারিও'র শিশুকাল বোর্ণী ধর্মপল্লীতে কাটে পিতামাতার আদর-যত্নে, ভাইবোনদের স্নেহ-ভালোবাসায় এবং পাড়াপড়শীদের সাথে আনন্দময় সখ্যতায়। গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবনযাপন তার মানস জগতে নির্মল আনন্দবোধের সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীতে কর্মময় সেবার জীবনে সেই নির্মল আনন্দের বিশুদ্ধতার বিস্তার ঘটানোর প্রয়াস চালিয়েছেন লেখালেখির মধ্যদিয়ে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় দৈনিকে প্রথম লেখা 'বেলাশেষে' প্রকাশিত হলে উৎসাহ নিয়ে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। অবসর সময়টাকে সরব করেন জীবনমুখী বিভিন্ন কবিতা লিখে।

জীবনের বহুমুখী বিষয়ই তার কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। সামাজিক ঘটনা, প্রেম-বিরহ, মানবতা, নৈতিকতা, মুক্তিযুদ্ধসহ অনেক বিষয়ের উপরই লিখে যাচ্ছেন। মানুষের চাহিদার প্রতি পূর্ণ সজাগ থেকে মানুষের সম্পর্ক ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেছেন কবিতায়। সন্তানের জীবনে মায়ের প্রভাব, বন্ধুত্বের মহিমা যেমনি উঠে এসেছে তেমনি দীন, দুঃখী ও প্রান্তিকজনের জন্য ভাবনাও স্থান পেয়েছে তার কবিতায়। গ্রন্থটিতে তথাকথিত প্রেমের কবিতা যেমনি আছে তেমনি কয়েকটি কবিতায় প্রেমের গভীরতা প্রকাশও এসেছে। সবকিছু ছাপিয়ে কবির কবিতাগুলোতে সরল কথায় গভীর প্রকাশ মূর্ত হয়েছে।

১৬৫টি কবিতা সম্বলিত 'অনুধাবন' কবিতা গ্রন্থটি পাওয়া যাচ্ছে প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকল কেন্দ্রে।

৬

'বিশ্বাস ও জীবন' বইটির লেখক ফাদার নরেন যোসেফ বৈদ্য'র প্রথম প্রয়াস। লেখক ফাদার নরেন বৈদ্য'র সুদীর্ঘ ২৪ বছরের যাজকীয় জীবনের অভিজ্ঞতা, ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক চর্চার পরিক্রমায় লিখিত প্রবন্ধের সংকলন এই বইটি। লেখকের যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ২৯টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে 'বিশ্বাস ও জীবন' (প্রবন্ধ সংকলন) শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই এই বইটির লেখাগুলি দেশের জাতীয় কাথলিক পত্রিকা ও বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে লেখকের নির্দিষ্ট একটি পাঠককূল সৃষ্ট হয়েছে। যাদের কথা বিবেচনায় এনে ও পাঠককূলের পরামর্শে লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছেন লেখাগুলোকে পুস্তকের আকারে সাজাতে। 'বিশ্বাস ও জীবন' বইটি প্রবন্ধ সংকলনের একটি ব্যতিক্রমী সৃজনশীল উপস্থাপনা।

লেখককের লেখার বিষয়বস্তু বিবিধ হলেও বইটি গভীর ধর্মবোধে সমৃদ্ধ। লেখক কাথলিক ধর্মযাজক হওয়াতে বেশ কিছু প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে নিজ ধর্মবিশ্বাসের কথা। তবে সর্বজনীন বিষয়গুলোও বাদ পড়েনি লেখকের লেখনী থেকে। নারীকে মর্যাদা দান, অসুস্থদের সেবাদানের কথা যেমনি বলিষ্ঠভাবে তার লেখায় ফুটে ওঠেছে ঠিক একইভাবে ভ্রাতৃত্ববোধে বলিষ্ঠ হয়ে সিনোডীয় মণ্ডলী গড়ে তোলার আকুলতাও ফুটে ওঠেছে প্রবন্ধসমূহে।

একজন দায়িত্বশীল লেখকের মতোই অবলোকন করেছেন বিশ্বাস ও জীবনের বিভিন্ন সংকীর্ণতা এবং বর্তমান বাস্তবতা। তাই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রবাহে গা ভাসানো লেখা স্থান পায়নি প্রবন্ধগুলোতে। কিন্তু বিশ্বাসীয় জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে যে তথ্য ও জ্ঞান দরকার লেখক ক্ষুদ্র পরিসরে এক মলাটে আবদ্ধ করে 'বিশ্বাস ও জীবন' গ্রন্থে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আশা করা যায়, প্রবন্ধগুলো ধর্মশিক্ষা দানে, খ্রিস্টীয় জীবনের সাক্ষ্যদানে ও ঈশ্বরের আরাধনায় সহায়ক হবে। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ এই পুস্তকটি পাঠ ও ধ্যান করার পাশাপাশি জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে আলোকিত হতে পারবেন। বইটি পাঠে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খ্রিস্টবিশ্বাসে অটল থাকার অনুপ্রেরণা জাগবে।

৭

'শিক্ষার পথ যাত্রায় একটু বিরতি' বইটি লেখক ফাদার কমল কোড়াইয়ার প্রথম প্রয়াস। ধর্ম ও সমাজ ভাবনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ রয়েছে এই বইটিতে। প্রাত্যহিক জীবনে কর্ম ব্যস্ততায় একটু বিরতি নিয়ে বইটি পাঠ করলে আপনি অনেক কিছু জানাসহ অন্তরে তৃপ্তি ও নির্মল আনন্দ পাবেন তা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। শিক্ষার কোন শেষ নেই। তবে একটু বিরতি আমাদেরকে শিক্ষার মূল্যবোধকে গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করে। স্থানীয় মণ্ডলীর স্বাবলম্বিতার চিন্তায় শুধু বিভোর নয় তা বাস্তব প্রয়োগ প্রচেষ্টাকারী ফাদার কমল কোড়াইয়া 'এসো নিজেরা করি' মন্ত্রে দীক্ষিত। তার কিছুটা প্রতিফলন এই বইটিতে রয়েছে। স্বীকৃতি দানের সংস্কৃতি চর্চাকারী লেখক বইটিতে শিক্ষাসেবা ও মানবসেবায় বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী ও কারিতাস বাংলাদেশের বিশেষ অবদানের কথা সরল ভাষায় বিধৃত করেছেন। এছাড়াও দেশ ও মণ্ডলীর ভবিষ্যত; শিশু ও যুবদের জীবন বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার অনুপ্রেরণাসহ তাদের পাশে থাকার আকুলতা ব্যক্ত করেছেন এই বইটিতে।

বইটিতে ছয়টি অধ্যায়ে ছয়টি মূলসুরের উপর ৩১টি বিভিন্ন লেখা রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের মূলসুর হল- পালকীয় অভিজ্ঞতা : এক সাথে পথ চলা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূলসুর- শিক্ষা বিস্তারে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : অবদান-করণীয়, তৃতীয় অধ্যায়ের মূলসুর- যুব-ভাবনা, চতুর্থ অধ্যায়ের মূলসুর- অবহেলিত শিশুদের নিয়ে কিছু কথা, পঞ্চম অধ্যায়ের মূলসুর- মা-মাতৃভাষা, ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলসুর- সমন্বিত উন্নয়নে কারিতাস বাংলাদেশ: জীবনেরগল্প।

যাজকীয় ও পালকীয় কাজে ব্যাপৃত ফাদার কমল কোড়াইয়া ৩৭ বছরের যাজকীয় জীবনের ১৪ বছরই মিডিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক হিসেবে। সমাজ জীবনের ন্যায় মাণ্ডলীক জীবনে গণমাধ্যমের দ্বিবিধ প্রভাব তাকে ভাবিয়ে তোলে। মিডিয়ার পলিসি সম্পর্কে সম্যক সচেতন থেকে বাংলাদেশ মণ্ডলীর নানান দিক মিডিয়াতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অবিরত। মিডিয়া বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষা, নির্দেশনা ও ভাবনার সাথে অনেককে জড়িত করার প্রচেষ্টায় গণমাধ্যম বিষয়টিকে নিয়ে গেছেন ধর্মপল্লী পর্যায়ে। গণমাধ্যমকে ভয় না পেয়ে তা যথার্থ ব্যবহারে আমরা আমাদের প্রেরণকাজে ফলপ্রসূ হতে পারি তা 'জীবন দর্পণে গণমাধ্যম' গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে।

খ্রিস্টমণ্ডলী প্রথাগতভাবেই সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে মানবকল্যাণে সংবেদনশীল, সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে নিবেদিত। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় বিশ্ববাসীর প্রয়োজন ও মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়ে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা, কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস ও ঐতিহ্য রক্ষা করে যুগলক্ষণ অনুযায়ী শিক্ষা, প্রস্তাবনা ও

নানা বাস্তবভিত্তিক কৌশল বাতলিয়ে দিয়ে থাকেন। যা বিশ্বের সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই কল্যাণ সাধিত হয়। সকলের কাছেই সমাদৃত হয়। কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যম বিষয়ক পালকীয় দলিল, নির্দেশনা ও পত্র–পত্রিকা উপজীব্য করেই 'জীবন দর্পণে গণমাধ্যম' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে। বইটির ৫টি অধ্যায়ে ২৬টি প্রবন্ধ ও ২টি গল্প রয়েছে;

- দশটি প্রবন্ধ নিয়ে প্রথম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- খ্রিস্টমণ্ডলীতে গণমাধ্যম বিষয়ক শিক্ষা

- ছয়টি প্রবন্ধ নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- বর্তমান বাস্তবতায় শিক্ষার নানা রং

- পাঁচটি প্রবন্ধ নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয় হল-দেশপ্রেম : আমরা বাংলা মায়ের সন্তান

- পাঁচটি প্রবন্ধ নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- ঘটনা-দুর্ঘটনা : আমরাই নায়ক-নায়িকা

- দুইটি গল্প নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল-জীবনের গল্প

অফ হোয়াইট কাগজে ঝকঝকে ছাপা বই দুটোর মূল্য মাত্র ২০০ টাকা। প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকল বিক্রয় কেন্দ্র ও শুলপুর ধর্মপল্লীতে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে।

৮

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাওয়া, প্রজাতি বিলুপ্তি, খাদ্য ও পানি সংকটের এই দুঃসময়ে, যখন বিশ্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে, তখন রোজমেরী মরোর লিখিত 'আর্থ রিস্টোরস গাইড টু পারমাকালচার' অর্থাৎ 'পারমাকালচার: পৃথিবী পুনরুদ্ধারকারীর পথপ্রদর্শক, ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত এই বইটি বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে। আর অনুবাদ কাজটি সম্পন্ন করেছেন মো: হামিদুর রহমান ও উইলিয়াম গিমেল বৈরাগী।

এ যাবৎ পারমাকালচার ডিজাইনের উপর বিভিন্ন ভাষায় অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু রোজমেরী মরোর এই বইটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাকৃতিক জীবন দর্শন। পরিবেশপ্রেমী, বিশেষভাবে যারা মাটি, পানি, বায়ু ও জীব জগৎ পছন্দ, চর্চা ও গবেষণা করেন, যারা পৃথিবী পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট, তাদের জন্য এই বইটি একটি পথপ্রদর্শনমূলক মূল্যবান দলিল। পরমাকালচার কি, নীতিমালা, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ক নকশা, চার্ট ও ছবির মাধ্যমে দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা হয়েছে এই বইটি। এই বইটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা এই পৃথিবী থেকে কোনভাবেই পৃথক নই; বরং, আমরা এই পৃথিবীর বৃহত্তর সমাজেরই একটি অংশ। পৃথিবীকে যত্ন নেওয়ার নীতিমালাই এই বইয়ের মূল বিষয়। আর এটা আমাদের জীবনেরও মূল বিষয় হয়ে ওঠা উচিৎ।

৪৯০ পৃষ্ঠার বইটিতে রয়েছে ৫টি অংশ। ১ম অংশ: পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নে রয়েছে ৬টি অধ্যায়; ২য় অংশ: পরিবেশগত সাক্ষরতায় রয়েছে ৯টি অধ্যায়; ৩য় অংশ: পরামাকালচার নকশা প্রয়োগ করায় রয়েছে ৮টি অধ্যায়; ৪র্থ অংশ: সহনশীলতা সংযুক্তিকরণে রয়েছে ৬টি অধ্যায় এবং ৫ম অংশ: সমাজের জন্য প্রায়োগিক নকশায় রয়েছে ১১টি অধ্যায়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি) কর্তৃক প্রকাশিত পারমাকালচার বইটি পাওয়া যাচ্ছে সংস্থাটির কার্যালয়ে। উল্লেখ্য বিগত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তেজগাঁও মাদার তেরেজা ভবনে এই বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৯

এবার অমর একুশে বই মেলা-২০২৫ এ ৮ জন পুরুষ ও ৭ জন নারী মোট ১৫ জন কবির ৯৮টি কবিতা নিয়ে "জীবন তরীর কাব্য" শিরোনামে কবিতা সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনটিতে রয়েছে জীবন, সমাজ, ভালোবাসা ও প্রকৃতিসহ বিবিধ বিষয়ের কবিতা।

কবিদের নাম যথাক্রমে: অসীম বেনেডিক্ট পামার, খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন, চিছাম মনির, জেভিয়ার এন পাথাং, পিটারসন কুবি, ফাল্গুনী ডি. কস্তা, মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া, রত্না বাড়ৈ, রোমান মারচেল্লো বাড়ৈ, শ্যামলী রোজারিও, সিস্টার মেরী প্রশান্ত, সুবীর কাস্মীর পেরেরা, হেলেন কপালী, মিল্টন রোজারিও, জেনীভিয়েভ রোজারিও।

বাংলাদেশি ও প্রবাসী খ্রিস্টান কবিদের সৃজনশীল চেতনা, জীবন ও সমাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকশিত বৈচিত্র্যময় আখ্যানগুলো বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। এবারের কাব্যগ্রন্থের সংকলনটির কবিতাগুলো প্রেম, জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত স্মৃতি, গ্রামীণ জীবন, মাতৃত্ব, শৈশব এবং নগর জীবন কেন্দ্রিক। বইটির প্রতিটি কবিতায় দেখা মিলবে কবির ভাবনার প্রতিবিম্ব যা পাঠকদের মন ও আত্মাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে।

কবিগণের সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গির সৃজনশীল উপস্থাপনের কারণে বইটি অনন্য রূপ পেয়েছে। কবিদের অনন্য জীবনবোধ, তাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা আমাদের যাপিত জীবনকে স্পর্শ করতে পারবে। জগৎ ও জীবন যেমন সুন্দর তেমনি সংগ্রামমুখর এবং এ যাত্রাপথে কবির সাথে তার পাঠকের অন্তহীন বিচরণ ও সংযোগ।

ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে মানুষের সুকোমল প্রবৃত্তিগুলো ক্রমশই চাপা পড়ে যাচ্ছে, মননশীলতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সাহিত্যকর্ম হতে পারে এ ভয়ানক কালস্রোত থেকে নিজেকে রক্ষা করে সত্য ও সুন্দরের পথে টিকে থাকার হাতিয়ার। নবপ্রকাশিত এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। জীবনের নতুন আরেক মোড় আবিষ্কার করতে সহায়তা করবে। কবিতাগুলো রূপক, চিত্রকল্প এবং ছন্দের মাধ্যমে আমাদেরকে ভিতরকার বিশ্বাস ও প্রেম জাগ্রত করতে সক্ষম হবে। সেই সাথে আমাদেরকে এ জরাগ্রস্ত ও অশান্ত পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি খুঁজতে সহায়তা করবে।

এই পাতাগুলো উল্টানোর সময়, আসুন আমরা কবিদের সাহসিকতা উদ্‌যাপন করি, যারা তাদের অন্তরের ভাবনাকে আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। তাদের কবিতা আমাদেরকে নতুন করে পৃথিবী দেখতে, আমাদের শিকড়কে লালন করতে এবং জীবনের সাথে আরও অর্থপূর্ণভাবে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত করুক। কবিতা একটি আয়না এবং একটি জানালা উভয়ই- এটি আমাদের দেখায় যে আমরা কে এবং আমরা কী করতে পারি বা হতে পারি।

১০

লেখিকা রত্না বাড়ৈ এর প্রকাশিত রত্নচ্ছায়া বইটির প্রতীকি অর্থ হলো- আশ্রয় বা সূর্যপত্নী। বলাবাহুল্য, রত্নচ্ছায়া বইটির মধ্যে আরও রয়েছে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে লেখিকার কৃতিত্বসমূহের আলোকপাত।

রত্নচ্ছায়া বইটি মূলত লেখিকার বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে সেখান থেকে আহরিত গভীর ও বাস্তবসম্মত ধারণা, জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার নানা চিত্রই তুলে ধরেছেন। এক কথায় এটি তার সফরের নথিপত্র। আমেরিকা, কানাডা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সুনামধন্য স্থানগুলো পরিদর্শন করে তার জ্ঞান নথিভুক্ত করেছেন। লেখিকার অভিজ্ঞতার সাথে পার্থক্য থাকলেও পাঠক-মণ্ডলী তাদের ভাবনা ও আবেগের সাথে সর্বজনীন মেলবন্ধন খুঁজে পাবেন এতে কোন সন্দেহ নেই ।

তার সফরের নথিতে রয়েছে ব্যান্ডেল চার্চ, মাদার তেরেজার প্রয়াত স্থান ও সমাধি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন জোড়াসাঁকো, যেখানে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে।

এছাড়াও,কোলকাতা-বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ঢাকা ও বরিশাল জেলা থেকে একজন লেখিকা হিসবে সংবর্ধনা গ্রহণ করা হয় সেই সংবর্ধনার ঘটনা বিবরনী রয়েছে এই বইয়ে।

লেখক পরিচিতি: লেখিকা রত্না বাড়ৈ-এর জন্ম বরিশাল জেলার গৌরনদীতে। বিবাহসূত্রে তিনি মি. জেমস্ টিপু বাড়ৈ-এর সহধর্মিনী এবং জর্জ রাসেল বাড়ৈ (গল্প)'র জননী। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক-নিউজার্সির পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তর্ষি নামক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। সাউথ এশিয়ান ক্রিয়েটিভ ওমেন্সের কর্তৃক প্রকাশিত মা কেন্দ্রিক ইংরেজী কবিতার সংকলনেও লেখকের কবিতা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

লেখিকার প্রকাশিত গল্প ও কাব্য গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে: প্রতিবেশী প্রকাশনী: গল্প-বাড়ি-নিউইয়র্ক (২০১৯) এবং পুণ্যতোয়া (২০২২); ধ্রুপদী প্রকাশনী: বনসিক্তা (২০২০); মুষ্টিযোগ (২০২৩)। এছাড়াও, একুশে বইমেলায় বাংলা একাডেমী চত্বরে বাংলাভিশন টিভি সম্প্রচারিত ইন্টারভিউ কবির জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়ক ছিলো। প্রবাসে ও নিউইয়র্ক-এর ক্যাথরিনা লাভ এবং গ্লোবাল মিশন কর্তৃক লেখিকা সমাদৃত হয়েছেন। "গল্প-বাড়ি-নিউইয়র্ক" নামক গল্পের বইটি ইংরেজিতে গল্পোস্ হোম নিউইয়র্ক (২০২০) এবং বনসিক্তা কবিতার বইটি (২০২১) ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

১১

গল্প হলো জীবনের একটি দর্পণ। হঠাৎ দেখা কোন ঘটনা, বর্তমান বাস্তবতায় মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া কোন চিত্র নিজের মনের মাঝে লালন করে, ছোট বড় বিষয়বস্তুকে কথার মালায় সাজিয়ে দিনে দিনে গড়ে তোলা হয় একেকটি গল্প।

আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা, বিশ্বাসের মাঝে অবিশ্বাসের ছায়া, সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ একটি সাধারণ ও সম্ভাব্য মেয়ের জীবনকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সামনে ফেলে দেয়। কিভাবে জীবনের পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই কুঁড়ি থাকা অবস্থায় মলিন হয়ে যায়, সমাজ ও পরিবারের নিয়ম এবং শাসন কিভাবে আত্মবিশ্বাস ও মননশীলতাকে বিনষ্ট করে দেয়, সর্বোপরি বিভিন্নভাবে প্রবঞ্চনার শিকার হয় এসবই এ গল্প গ্রন্থে ফুটে উঠেছে।

একজন মেয়ে অনেক সময় ঘৃণাকে তার আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সে যদি নিজেকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারে, তাহলে তার এ ধরনের অস্ত্রের প্রয়োজন পড়বে না। আমরা অনেক সময় অপরাধ না করেও অপরপক্ষের সামনে অপরাধ স্বীকার করি। ভালোবেসে এ বলিদান টুকু আমরা অনেক সময় দেই, শুধু অপর পাশের মানুষটির মানসিক স্বস্তির জন্য।

জ্বর যখন আসে তখন অতি ক্ষুদ্র কিছু আমাদের শরীরে বাসা বাঁধে। যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাইনা। মানসিক বা পারিবারিক অসুখটা ও ঠিক এমন। শুধু যা দেখা যায়, মানুষ সেটাই বোঝে। যেটা বোঝেনা সেটা তার বোঝার চেয়ে ও অধিক গুরুতর অসুখ।

একজন নারীর জীবন বড়ই অদ্ভুত। জন্মের পর থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাবা মায়ের আদরের রাজকন্যা, ভাই বোনদের চোখের মণি হয়ে থাকে। মেয়েটির সকল আবদার তার পরিবারের কাছেই থাকে। সে মেয়েটির চোখে হয়তো অনেক স্বপ্ন থাকে। একদিন বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, নিজের একটি পরিচয় তৈরি করবে। একটা সময় পর পরিবারের ইচ্ছায়, পারিপার্শ্বিকতার চাপে নিজের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে পরের বাড়ীতে চলে যায়। যে বাড়িটা এতকাল নিজের বলে জানতো, তা কেবল বাবার বাড়ি হিসাবেই রয়ে যায়। নিজের বাড়ি হয়ে যায় অতিথি শালা। শ্বশুর বাড়িতে এসে মেয়েটি পুরো সংসারের দায়িত্ব তুলে নিয়ে রীতিমত গৃহিণী হয়ে যায়। তার স্বপ্নগুলো বাক্সবন্দী করে মনের এক কোণে ফেলে রাখে। সংসারের চাপে যখন মন হাঁসফাঁস করে, তখন ছোট বাক্সটায় বন্দী ইচ্ছেগুলো পাখা মেলতে চায়। কিন্তু মনোবল ফিরে পায় না। শ্বশুর বাড়ি নাকি নিজের বাড়ি। আদৌ কি সবার ক্ষেত্রে এটা সত্যি? তাহলে সামান্য ভুল হলেই কেন শুনতে হয়-এটা তোমার বাড়ি নয়! তবে একজন মেয়ের নিজের বাড়ি কোনটা? তাই প্রতিটি মেয়ের একটা আত্মপরিচয়ের দরকার। নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটা পরিচয় তৈরি করা জরুরি। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারে তার পরিবার।

আমাদের জীবন খুবই সুন্দর, যদি আমরা সেটা সঠিক মানুষের সাথে যাপন করতে পারি। তবে ভুল ছাড়া জীবন হয়না। এ ভুলে ভরা জীবনে কিভাবে সঠিক পথে ডাকবো, তা সময়ই বলে দেবে। কারণ ভবিষ্যতের কথা আমরা কেউ জানি না। প্রতিটি ভুল আমাদের এক নতুন শিক্ষা দেয়। মানুষের জীবনে হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, প্রহসন সব যেন একটি চক্রের মতো ঘুরছে। এ চক্রাকার বস্তুটিকে কথার মালায় সাজিয়ে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি হয় একেকটি গল্প। প্রতিটি সম্পর্ককে যত্ন আর ভালোবাসা বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। যে সম্পর্কে প্রহসন থাকে, সে সম্পর্কের পরাজয় নিশ্চিত।

তার লেখা প্রতিটি গল্পই বাস্তব জীবন থেকে নেয়া। উপকরণগুলো আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেই নেয়া। আমাদের জীবন সিনেমার গল্প নয় যে তার একটা সুন্দর সমাপ্তি হবে। তবে কখনো কখনো গল্প সিনেমাকেও হার মানায়। যেটা বুঝতে একটা লম্বা সময় পেরিয়ে যায়। জীবন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে প্রতিনিয়ত ভালভাবে টিকে থাকার লড়াই চলে। কেউ হারে, কেউ জিতে। মুখ থুবড়ে পড়ে না থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে। আশা করি লেকিকার গল্প গ্রন্থটি সবার ভালো লাগবে। গল্পের কোন লাইন যদি কারো মনে দাগ কাটে, তবেই তার লেখা স্বার্থক হবে।

লেখক পরিচিতি: রুনা এলিজাবেথ ডি'ক্রুজ এর বাড়ি ঐতিহ্যবাহী বিক্রমপুর এর মুন্সীগঞ্জ জেলার শুলপুর মিশনের মজিদপুর গ্রামে। তিনি ঢাকার স্বনামধন্য সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। সপ্তম শ্রেণীতে থাকাকালীন সময়েই তার লেখার হাতেখড়ি হয়। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাড়াও বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্রিকাতে লেখালেখি করেন যা এখনো চলমান। একটি উন্মুক্ত ও সংস্কৃতি মনা পরিবারে তার বেড়ে ওঠা।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম গল্প গ্রন্থ "প্রণয়ে প্রলয়ের সুর" প্রকাশ পায়। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে আন্তর্জাতিক ফোবানা সম্মেলনে বইটির মোড়ক উন্মোচন হয়। ছোট বড় ১৪ টি ভিন্ন ধাঁচের গল্প নিয়ে প্রকাশ হয় এ গল্প গ্রন্থ।

১২

লেখক রকি গৌড়ি তার বইয়ে (চাক বাংলা অভিধান) চাক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশক: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

স্টল: ১০৯৪-৯৫

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ

বিষয়বস্তু: বন-পাহাড়ের ঐ পাড়াতে কারা যেন গাই 'ঙাগা শৈছাং বাংলা (আমার সোনার বাংলা) /ঙা নাংঙাং রামাকহে (আমি তোমায় ভালোবাসি)। ভাষার মাসে শুনি চিরচেনা সুরে 'ঙাগা হুব্রারাক্কা ছেইং লুহেকা একুশে ফেব্রুয়ারি' (আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি), 'ঙা ছাকতা মাইক ক্লাংলুগালে' (আমি কী ভুলিতে পারি)। বলছি এক জনগোষ্ঠীর ভাষার কথা। তাঁরা হলেন নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ চাক জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের শিল্প ও সাহিত্য সমৃদ্ধিতে তাঁদেরও ভূমিকা রয়েছে। চাকরা বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় বাস করে। এছাড়া মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে তাদের

বসতি রয়েছে। চাকদের বলা হয় সাক বা মিঙসাক। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইশারি, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলিখ্যং, কামিছড়া, কোয়াংঝিরি, বাকখালী, দোছড়ি, বাদুরঝিরি, ক্রোক্ষ্যং প্রভৃতি জায়গায় চাক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে ১৪টি পাড়ায় চাকদের বাস। রাঙামাটি বা খাগড়াছড়ি জেলায় চাকদের কয়েকটি পরিবার বিক্ষিপ্তভাবে শহরের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করে।

মেধাবী তরুণ ছাগ্লুহা চাক। পড়াশোনা জীবনে স্নাতক শেষ করেছেন তিনি । চাক ভাষায় অনুবাদ করেছেন জাতীয় সংগীত এবং গীতিকার আবদুল গাফফার চৌধুরী'র লেখা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটি। বর্তমানে চাক ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর 'পাইক চুং' ব্যান্ড এর প্রধান ভোকালিস্ট হয়ে গান রচনা, সুর ও কণ্ঠ দিচ্ছে এই তরুণ। সম্প্রতি তাঁর পরিচালনায় ইউটিউব চ্যানেল 'চাক ফিল্মস' প্রকাশ পেয়েছে চাক ভাষায় গান ও নাটক। চাক সমাজে অন্যান্য তরুণ শিল্পী, মডেল, গায়কদের মধ্যে রয়েছে- জীবন চাক, উখ্যাইচিং চাক, য়াইনুপ্রুফ চাক, ও মিয়া সাইন চাক, চিংমংলা চাক, চাইল্যাগ্য চাক। বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকদের কোনো লিখিত বর্ণমালা ছিল না। সুদীর্ঘ বিশ বছর গবেষণা করে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে চাকদের এই বর্ণমালা আবিষ্কার করেছেন মংমং চাক। তিনিই প্রথম চাকদের বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন।

চাক ভাষার সমাজচিন্তক ও গবেষক, জনাব চিংলামং চাক এর মতে কাডু, কানাং জাতির সাথে চাক ভাষার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মিল রয়েছে যেমন–উতি, উছা, ই ক্রু হে, লাংগা স্থলে লাংমে, তানা কে তাঙা ইত্যাদি হুবহু মিল রয়েছে।' জনাব চিংলামং চাক জানান বর্তমানে এই নিয়ে বারমা ও সাক জাতির মধ্যে আলোচনা ও গবেষণা চলছে। এবারের বই মেলায় বিশ্ব ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' প্রকাশ করেছে চাক বাংলা অভিধান। এই অভিধানে প্রায় ১২০০ শব্দ রয়েছে। এই শব্দের ভেতরে যেমন একক চাক শব্দ রয়েছে তেমনি আছে মারমা, রাখাইন ও বার্মিজ ভাষার শব্দ। চাকভাষীদের নিজস্ব মৌলিক চাকের সঙ্গে এই সকল শব্দগুলো নানা প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে। তবে এই সংকলন অভিধানে শব্দগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে এর উৎস অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। চাক ভাষীদেরও সঙ্গে কথপোকথনের ভিত্তিতে এবং চাকভাষা সম্পর্কে কিছু বইপত্র থেকে শব্দগুলো এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন: চাক ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দ এবং প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে 'আনোঃতু সনিংগাঃ, অংখ্যাই চাক' বই থেকে। কিছু শব্দ পাওয়া গেছে 'বাংলাদেশের নানান ভাষা; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পৃষ্ঠা নম্বর ২৯; প্রথমা প্রকাশন; প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪' থেকে। চাক গোষ্ঠীর মেধাবী শিল্পী ছাগ্লুহা চাক দুটি গান 'বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং একুশের গান' চাক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সেখান থেকেও কিছু চাক শব্দ পাওয়া যায়। চাকভাষীদের উচ্চারণের আদলেই এই শব্দগুলোর উচ্চারণরীতি দেখানো হয়েছে। এই উচ্চারণ রীতিতে আই.পি. এ. অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ধ্বনি ও বর্ণমালা ব্যবহার না করে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি শব্দের

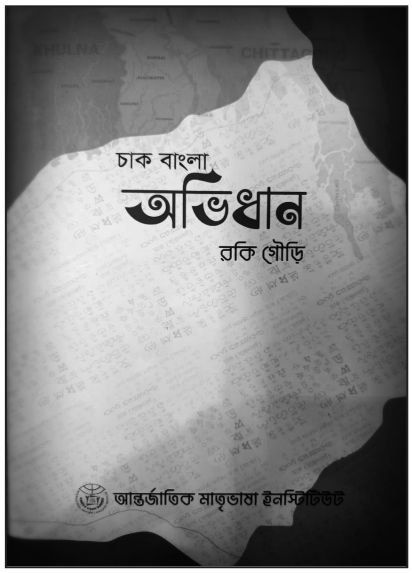

অর্থ জ্ঞাপন করার পাশাপাশি প্রয়োগ বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো বাংলা অভিধানের বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। শব্দের বানান ও উদাহরণ বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। চাক বাংলা অভিধান প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ করেন, চাক সমাজের জনপ্রিয় কনন্টেট ক্রিয়েটর জীবন চাক। তিনি বলেন, 'চাক বাংলা অভিধানের বিষয়বস্তু আমার ভালো লেগেছে, বইটি আমার এবং চাকসমাজের জন্য অনেক কাজে আসবে।' চাকদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, লোককথা, গান, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ। উৎসবের মধ্যে আছে, থিংকানাই (গ্রাম রক্ষক দেবতার কাছে বলী উৎসর্গের উৎসব), লাব্রে (অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা), সাংগ্রাই, কাথিং পোয়ে (কঠিন চীবর দান) উৎসব, কাতাং য়িশু পোঃ, তেংছংবুক লাব্রে (কার্তিক পূর্ণিমা), আংনাইবুক পোয়ে (নবান্ন উৎসব) ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব। শিশুর জন্ম ও নামকরণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নাইংছাঙাহাং-এ অবস্থান, পুতরংবুওয়ে (জন্মপরবর্তী অনুষ্ঠান), ভেগলুংশাত পো (চুংবংলং উচ্ছেং ছাহেকা) উল্লেখযোগ্য। বিবাহ সংক্রান্ত প্রথার মধ্যে আচাংগায়ুগা (কনে দেখা), চাঁগায়ুগা (কোষ্ঠীবিচার)-সহ আরো অনেক প্রথা পালন করা হয়। এছাড়াও মৃত্যুপরবর্তী আচার, কাবাকে শয়ন, তালাহ্-তে স্থাপন, দাহকার্য, কাঙবোয়েং (শুদ্ধকরণ), ছানিংওয়াক্ সভীক ফ্রেহ, সাইন্ বলব্ (পুনঃজন্ম কামনা) চাকদের নিজস্ব সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চাক সমাজের কবি, লেখক ও গীতিকারদের মধ্যে রয়েছে ওয়াং চিংচাক, চামাপ্রু চাক, নাংউচাক, চাইছাঅং চাক, মংনু চাক, এম আর চাক, মং কোচিং চাক, মংমং চাক (চাক বর্ণমালার উদ্ভাবক), অংখ্যাই চাক, এছাইনচিং চাক, চিংলামং চাক, ছক্রাঅং চাক, চিং ছালা চাক, এমেশ চি সত্যেন চাক, জীবন চাক, ছাগ্লুহা চাক, উখাইচিং চাক। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও চাক সমাজের তরুণেরা থেমে নেই। আশা করছি থেমে থাকবেনা। পরিশেষে বলা যায় চাক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার: একুশে বইমেলা শুধু বই বিক্রির একটি মেলা নয়, এটি বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার প্রতিচিত্র। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় গড়ে ওঠা এই মেলা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এটি আমাদের নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে। একুশে বইমেলা দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশকদের জন্য একটি বড় সুযোগ এনে দেয়। এখানে জনপ্রিয় প্রকাশনা সংস্থাগুলো নতুন বই প্রকাশ করে এবং লেখকরা তাদের পাঠকদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পান। পাঠকেরা নতুন ও পুরোনো বই কেনার পাশাপাশি লেখকদের স্বাক্ষরিত কপি সংগ্রহ করতে পারেন। যদিও বই পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে কিন্তু আশার বিষয় হচ্ছে অনেক নতুন লেখক সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের খ্রিস্টান সমাজে নতুন লেখকরা তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করছে। আশা করি বইমেলা এবং নতুন লেখকরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে নতুন পাঠক সমাজকে আবারও বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে সামর্থ্য হবেন।

তথ্য সূত্র :

১। বাংলা নিউস ২৪.কম

২। সংবাদ.নেট.বিডি

ভালোবাসা ভাল নয়

তপতী ভেরোনিকা রোজারিও

গ্রামের নির্জন পরিবেশে থাকবে বলে ইচ্ছে করেই রণিতা শহর ছেড়ে পলাশপুরে বদলী হয়ে এলো। আত্মীয় পরিজনসহ সহকর্মীরাও এতে অবাক হয়ে বলল "তুমি কি বোকা নাকি? সবায় চায় শহরমূখী হতে আর তুমি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি".....সবার এত কথা কানে না তুললেও একটি কথা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে- আসলেই সে বোকা, একেবারে হদ্দবোকা। তা না হলে কী কেউ শুধুমাত্র কারোর স্মৃতি আঁকড়ে ধরে এভাবে জীবন কাটাতে পারে? আধুনিক যুগে চারপাশের কত রঙ্গিন জীবনে গা ভাসিয়ে সবাই কেমন দিব্বি চলে যাচ্ছে- আর সে? মনে পড়ে সেই ছোটবেলা মা-বাবাকে হারিয়ে প্রায় অনাথের মতই জীবনযাপন- নিজে একটু ভাল থাকতে অন্যকে ভাল রাখার বিনিময়ে শুধু ত্যাগ আর ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সেই "ছুটি" গল্পের ফটিকের মত মামীর মন পাওয়ার জন্য সাধ্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশী কিছু করত- তারপরও কী তার পাতে পড়েছিল এক টুকরো ভালোবাসা? সে এমনই দূর্ভাগা যে কোন মামীরই (কারোর মন) মনই সে খুশি করতে পারেনি। একটু আদর যত্ন ভালোবাসা পাওয়ার জন্য জীবনে তাকে কত কী ছাড় দিতে হয়েছে।

ইদানিং শহরের চার দেয়ালে তার দম আটকে আসছিল, সবার মন কেমন জানি ইট কাঠ সিমেন্টের মত কঠিন মনে হচ্ছিল। তাই ইচ্ছে করেই দুস্থ অসহায় শিশুদের জন্য কাজ করবে বলে এনজিও এর চাকুরী নিয়ে গ্রামে চলে আসা। রণিতা ছোটবেলা থেকেই খুব আবেগপ্রবণ তাই এই সুযোগটা প্রায় সবাই গ্রহণ করেছে। আবেগের বশবর্তী হয়ে গ্রামের চাকুরীটা নেবার পর সেও যে ভাবেনি তা নয়, এখানে সবকিছু মানিয়ে চলা তার পক্ষে কতখানি সহজ হবে এমন সব কথা তার মাথায়ও এসেছে। কিন্তু জীবনের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য তাকে এটা করতে হবেই। তাই তল্পিতল্পা গুছিয়ে পলাশপুরে আস্তানা গাড়া। প্রথম কয়েকদিন পুরোনো অফিস, কলিগস, বাড়ীর লোকজনদের জন্য মন কেমন কেমন করেনি যে তা নয় কিন্তু যখনই সে ভেবেছে আসলে তার জন্যও কি কারোর মন এমন করছে না-তো, তাই নিজেকে সামলে নিয়ে এই বাস্তবতা মেনে নেয়া। রণিতা খুব মিশুক মেয়ে আর সবার সাথে মানিয়ে চলার একটা প্রবণতা ওর মধ্যে থাকায় শিশুদের সাথে ওর একটা মেলবন্ধন তৈরী হয়ে যায় অতি অল্প সময়ে। এখন বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস চলছে বৃষ্টির সময়, গ্রাম-শহর উভয় জীবনে কমবেশি দূর্ভোগ পোহাতে হয়। তবে গ্রামে একটু বেশি। কবি সাহিত্যিক প্রেমিক প্রেমিকা ছাড়াও প্রায় সব মানুষের কাছেই বর্ষা ঋতু খুব প্রিয়, তারও। বর্ষায় লতা মুঙ্গেশকরের এই গানটি কমবেশী সবারই মনে পড়ে "আষাঢ় শ্রাবণ মানে নাতো মন"। স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে সে-ও গুন গুন করে গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরছিল- গ্রামে চলাফেরায় অনভ্যস্থ বলে শ্রাবণের শেষে সে পা পিছলে চিৎপটাং হয়ে পা ভেঙ্গে একমাস বিছানায় শুয়ে আছে।

স্কুলের প্রথম দিন বই, খাতা, শ্লেট বগলদাবা করে দিদিমণিকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছুটতে ছুটতে লাইনের প্রথমে এসে যে দাঁড়ালো তার নাম জেসমিন আক্তার, গ্রামের সবাই বলে জিয়াসমিন। সেই থাক্কায়ই রণিতার মনে জায়গা করে নিয়েছিল জেসমিন, শ্যামলা বরণ গায়ে স্নিগ্ধ শান্ত চেহারায় সূঁচালো নাক, আর মন কাড়ার মত ডাগর ডাগর দু'টি কাজল কালো চোখ, ভুরু দু'টি ধনুকের মত বাঁকা, চোখের পাতা এত ঘন যে উঠানামা করলে মনে হয় কাছে ডাকার ইশারা। ওই দেখেই রণিতা ওকে "কৃষ্ণকলি" নামে আখ্যায়িত করল। গাল টিপে আদর করতেই মাখনের মত গলে পড়লো- সেই থেকেই আদর ভাব-ভালোবাসা, একটু বেশিই ভাব-সত্যি মনের চোখ যখন প্রথমবার কাউকে গিলে খায়-তা আর নজর থেকে সরে না। সে-ই প্রথমবার কারোর স্পর্শে যখন শরীর মনে শিহরণ জাগায় সেই কাঁপুনি আর সারা জনম থামে না। ক্ষণে ক্ষণে মনে প্রাণে কাঁপন ধরায়। কোন শলাপরামর্শ বা চুক্তি ছাড়াই প্রায় অঘোষিত দাবী নিয়ে স্কুল ছুটির পর দু'টো মুখে গুজেই রণিতার বাসায় চলে আসে। শহরের মত গ্রামে গঞ্জে প্রাইভেট টিউশনির ব্যাপার নেই বলে বিকেলের পর তার হাতে যথেষ্ট সময় থাকায় প্রতিদিন কৃষ্ণকলির জন্য একটু সময় বরাদ্দ থাকে। সেই সুবাদে ওর মা এসে বিকেল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঘরের কাজ কর্ম করে রাতে চলে যায়। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর রণিতা অনেক ছোট বয়স থেকেই বাড়ীতে রান্নাবারা করে অভ্যস্থ বলে রান্নার হাত তার ভালই। কিন্তু কৃষ্ণকলির মা জোহরা তাকে গ্রামে হাত পুঁড়িয়ে রান্না করতে দিতে নারাজ, তাই সে-ও ভাবে সারা জনম তো নিজেই রান্না করে খেলাম। আর এখন জোহরার রান্নায় মুখের স্বাদের পরিবর্তন হলে মন্দ কি। এত আদর যত্ন সে জীবনে পায়নি। তাই বদহজমের মত মনে হচ্ছে। ছোটবেলা থেকে প্রাণ চঞ্চল দূরন্ত রণিতার এতটুকু স্থিরতা নেই, ক্লান্তি নেই তার শরীরে, আর সে কিনা একমাস পাটিসাপটা পিঠার মত বিছানায় গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ের প্লাষ্টারটা কাটার পর ক্র্যাচ হাতে মৃদু চলা ফেরা করার অনুমতি পেয়ে আনন্দে খুড়িয়ে খুড়িয়ে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারটা টেনে পা উঁচিয়ে বসে মনে হচ্ছে কতদিন বিশ্বসংসারের সাথে যোগাযোগ ছেড়ে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়েছিল। এরই মধ্যে বাতাসে শরতের আগমনী বোঝা যাচ্ছে। কেমন যেন গা শির শির করা শুকনো ভাব। গ্রামে সবকিছুই একটু আগে আগেই হয়- টিনের চাল দু-এক ফোঁটা শিশিরে ঘামতে শুরু করেছে- উঠোন পেরিয়েই রাস্তার এককোণে একটা শিউলি গাছ, ডালপাতাগুলো লিকলিকে, এখনো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে শিখেনি। গাছের তলাটায় গোটা দশ-বারোটা ফুল ঠোঁট উল্টে পড়ে আছে-কার উপর এত অভিমান কে-জানে? শিউলির গন্ধ এত তীব্র নয় তবুও খুব আদুরে, যেমন সাদা মনের ঠোঁটে (কমলা) রঙ্গিন হাসি। ইচ্ছে করছে আলতো করে তুলে বুকে, গালে জড়িয়ে রাখি- কিন্তু কী আর করা স্বয়ং বিধাতাই যখন তার কোন ইচ্ছে পূরণ হতে দেয়নি তাই শুধু দু'চোখ ভরেই দেখে যাওয়া। হঠাৎ একঝাঁক পাখি কিচির-মিচির শব্দে ঝগড়া করতে করতে গাছটিতে এসে বসলো- আহারে গাছটির যৌবনের প্রথম ভালোবাসার প্রকাশ ঐ ক'খানি ফুল তা ঝরিয়ে বিধাতাকে প্রণাম করার সুখের স্বাদ পাখিদের কিচির-মিচিরে কেটে গেল- কী ঝগড়াটে পাখিরে বাবা! মানুষের চেয়ে কম যায় না। তবে মানুষের মত তাদের রাগ-অভিমান ক্ষোভ মনের মধ্যে দীর্ঘ সময় জিঁয়ে রাখে না- একটুতে আবার ভাব হয়ে যায়। হঠাৎ কোথেকে একটা লেজ ঝোলা পাখি এসে গাছটিতে ক্ষণিক বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার ফুঁড়ৎ করে উড়ে গেল।

রণিতার মনে হল পাখিটাকে আগে কখনো দেখেছে সে, তার চেনা, নামও জানে কিন্তু এখন কিছুতেই মনে করতে পারছে না। সে অনুভব করল তার গলার মাঝখানে একটা দলা পাকানো নীল বেদনা আটকে আছে। পাখিটাকে না চেনা আর এমন কি বা দোষের- পাখিরা তো এক ডালে বসে না, বাসাও বাঁধে না। তাই তাদের আর কী করে চিনবে। তবুও তার নাম থাকে, গোত্র থাকে- কিন্তু পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে অচেনা, তার নাম, গোত্র পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাকে সহজে চেনা যায় না। জানা তো আরো ভার। ক্ষণে ক্ষণে গিরগিটির মত রং পাল্টায়, আসলে বেশীর ভাগ মানুষই জানে না যে সে কী চায়, কিসে তার তৃপ্তি, কোথায় তার সীমানা। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের দূষণের কারণে পৃথিবীর আবহাওয়ার

পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, ঋতু অনুযায়ী প্রকৃতির ধারা বইছে না- তাই হেমন্তেও একটানা কয়েকদিন বৃষ্টি হয়ে গেল-ফলে এ ক'দিন কৃষ্ণকলির দেখা মেলেনি। আজ সকাল সকাল তার আগমন- ওকে দেখে রণিতা বললো, "কী-রে এই বৃষ্টি বাদলে আসছিস কেন? সর্দি জ্বর হবে না?" উত্তরে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো- "দেখ রোদ" মনের অজান্তেই সে চমকে উঠলো আর একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো- এই দীর্ঘশ্বাসটা জুড়ে যার নাম সে হলো "রোদ"। স্কুল জীবনের প্রথম বন্ধুত্ব তারপর ভালোলাগা-শেষে ভালোবাসা-ঐ লেজ ঝোলা অচেনা পাখিটার মত সে-ও ক্ষণিকের তবে তার জীবনে এসেছিল, আবার ফুঁড়ুৎ করে আরেক ডালে উড়ে গেল, শুধু চলে গেলনা, বাসাও বাধলো। জীবনের অনেক বর্ষা বসন্ত কেটে গেছে। কিন্তু হৃদয় মাঝে ঐ একটি নাম আজো অমলিন। রণিতা গ্রামগঞ্জের মেয়ে হলেও ওর মন মানসিকতা ছিল উচ্চমার্গীয়। নিজের দেশ, কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি তার অগাধ প্রেম। লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এদেশের অসহায় মানুষের জন্য কিছু করার বাসনা তার ছোটবেলার স্বপ্ন। তার জীবনে সব কিছুই সাদা মাটা, চাওয়া পাওয়ায় কোন বাড়াবাড়ি নেই। বাড়ী গাড়ী বিত্ত বৈভবে তেমন কোন আগ্রহ ছিল না কোন কালেই, খুব অল্পতেই সে সুখী। জীবনের প্রতি তার একটাই প্রত্যাশা সে হাসি, আনন্দে উচ্ছ্বাসে দিন কাটাবে। চাহিদা থাকবে লাগামের মধ্যে। কিন্তু জীবনে আনন্দ ভালোবাসা, ভরসা বিশ্বাস থাকবে অফুরন্ত। ছোট ছোট স্বপ্নপূরণ, খুনসুটি আর পরস্পরের প্রতি যত্ন সম্মান। ঘর সাজানোর জিনিস সস্তার হলেও জীবন রাঙ্গানোর ভালোবাসা হবে দামী। মোদ্দা কথা- তার জীবনের সব কিছু হবে- "Simple but Standerd" এমনি করে মনের বোঝা পড়ায় রোদ আর রণিতা ছোট ছোট স্বপ্নের ভেলা ভাসিয়েছিল জীবন নদীতে। রোদকে পেয়ে ওর জীবনের সব মেঘ কেটে গেল। রোদ ঝলমল জীবনে কেবল সুখের বাতাস বইছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রণিতা লক্ষ্য করল রোদ আর আগের মত সাধারণ কিছুতে সুখী হচ্ছে না। তার মনে বড়লোক হওয়ার লোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। হঠাৎ একদিন সুখের সে ছোট নীড় ছেড়ে বিশাল আকাশে উড়াল দিল, উড়তে উড়তে বিরাট গাছের মগডালে সে নতুন করে বাসা বাঁধলো। আর রণিতা যে নাকি রঙ্গিন প্রজাপতির মত ডানা মেলে উড়ে বেড়াত সে তার রঙ্গিন ডানা দু'টো ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। তার সব রং, স্বপ্ন জীবন থেকে উবে গেল।

শুরু হল একাকী পথ চলা- শিক্ষাগত যোগ্যতাটা উঁচু না হলে সংসার সমুদ্রে সে তলিয়া যেত। এই জগত সংসারে বিশেষ করে এই বাঙালি সমাজে মেয়ে মানুষের একা জীবনযাপন মানুষ মানতে পারে না, ভালো নজরে দেখে না। প্রতিটি পদে পদে তাকে লড়াই করে বাঁচতে হয়। এমনি করে নানান উত্থান পতন চড়াই-উতরাই পার করে বয়সের মধ্যসীমানায় এসে ঠেকেছে। এর মাঝে কত অভাব অনটন, সুস্থতা, অসুস্থতা, বিপদ-আপদ কাটিয়েছে একাই। কিন্তু যাদের সে আপনজন মনে করেছে তারা তার পাশে দাঁড়ায়নি, এই ভেবে পিছে তাকে কোনভাবে সাহায্যে করতে হয় কিন্তু সমাজের আর পাঁচজনের সাথে দায়িত্বে নিয়ে তাকে হেনস্থা করতে, নানান অপবাদ দিতে ছাড়েনি। আসলে মা-বাবা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারে না- একথা রণিতা ভালভাবেই বুঝে গেছে। তাই এই অসহায় ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজ করতে করতে সে এক ধরণের সুখ খুঁজে পেয়েছে। এই কঁচিকাচার দলও ওকে জান প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে কিন্তু আজো কোন একজনের ভালোবাসা পাওয়ার হাহাকার তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই এতো বছরে কোন এক দিনের জন্যও "রোদ"-কে সে ভুলতে পারেনি। সেই কিশোরী বেলার স্বাদ সে এখনো অনুভব করে। জীবনের এই ভাঙ্গা গড়ার মাঝে এখনো "রোদ" তার মনে ঝলমল করে। আর যে ভোলা যায় না। দেহমন প্রাণ, ঘরদোর, আসবাব মোট কথা সারা জীবন জুড়েই সে জড়িয়ে আছে। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। এতকিছু ভাবতে ভাবতে অসাবধানতাবশত পায়ে একটা ব্যথা পেয়ে তার সম্বিত ফিরে এলো- আসলে এতক্ষণ সে ভাবনার সাগরে ডুবেছিল। মনে মনে ভাবে এই ভাঙ্গা পা-টার মত তার জীবনটাও পঙ্গু হয়ে গেছে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। সে আজো জানে না কী-তার অপরাধ, কী সে তার কমতি ছিল? তাহলে কী মন প্রাণ দিয়ে "রোদ"-কে ভালোবাসাই ছিল তার অপরাধ, যার শাস্তি সে আজো পেয়ে যাচ্ছে। ঐ পাখিগুলোর মতো কত কেউ এলো গেলো কিন্তু তার জীবনের ডালে আর কাউকে কোন দিন বসতে দেয়নি। সে শুধু রোদকে নিয়েই ভালোবাসার পাতায় মুড়িয়ে ছোট একখানা বাসা বাধতে চেয়েছিল। এত তিক্ততার মাঝেও রোদকে সে ভুলতে পারেনা, ঘৃণা করতে পারে না, দোষী করতে পারে না। লোকে বলে "চোখের আড়াল হলে নাকি মানুষ মনের আঁড়াল হয়"। কিন্তু রণিতা বিশ্বাস করে মানুষ যখন চোখের আড়াল হয় তখন সেই আঁড়ালের মানুষই থাকে তার হৃদয় জুড়ে। তাই তো এত বছর পরও পুরোনো স্মৃতির ঝাঁপি খুলে সে বসে আছে। "রোদ" তার এতো চেনা সত্ত্বেও আজো অজানাই রয়ে গেল- এক্কেবারে নিজের সম্পত্তি বলে রণিতার আর কিছু থাকলো না। কত কী মন চায় তাকে উজার করে পেতে, নিজেকেও তার কাছে উজার করে সমর্পণ করতে কিন্তু সমাজ সংসারের বেড়াজাল এক অদৃশ্য দেয়াল টেনে দিয়ে রেখেছে দুটি ভালোবাসার মানুষের মাঝে। অবশ্য সে দু'টি ভালোবাসার মানুষই বা কেন বলবে- "রোদ" তো তাকে ভালোবাসেনি, আজো বাসে না। ভালই যদি বাসতো তাহলে তো তাকে গহীন বনে একলা ফেলে সে পালিয়ে যেতে পারতো না।

"রোদ" আর কোন দিন তার কাছে ফিরে আসবে না রণিতা সেটা জানে তাই তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে রণিতার ঘুম ভাঙ্গে আজো, দূরে কোথাও কোন বাড়ীর টেপ রেকর্ডারে গান বাজছে- আর কথাগুলি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে "পারিনা ভুলে যেতে, স্মৃতিরা মালা গেথে হারানো সে পৃথিবীতে ডেকে নিয়ে যায় আমারে কাঁদায়".....।

এত পুরোনো স্মৃতি ঘাটতে ঘাটতে তার চোখের পাতা ঝাপসা হয়ে এলো, অজান্তেই ক'ফোঁটা নোনাজল গাল বেয়ে, চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়লো বুকে- হায়রে ভালোবাসা। পৃথিবীতে কেউ অর্থ বিত্ত বৈভবের জন্য হাহাকার করে আবার কেউ একটু আদর-যত্ন-ভালোবাসার জন্য হাহাকার করে মরে। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে সে জানে না। হঠাৎ দু'টো কচি হাতের স্পর্শে সম্বিত ফিরে পেল। কৃষ্ণকলি কখন যে এসে তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল সে টের পায়নি। দুহাতে অশ্রুটুকু মুছিয়ে আদুরে গলায় বলল, "আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, আমাকে আদর করবে না?" বুক ফেটে রণিতার কান্না এলো, আবেগে কৃষ্ণকলিকে দু'হাতে শক্ত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো মনে মনে ভাবলো এরই নাম-নিয়তি। আর জীবন এমনই হয়। আজকের এই ভালোবাসাকে ছেড়ে তাকেও একদিন জীবনের শেষ ঠিকানায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় তার শেষ ঠিকানা? হঠাৎ সে পাগলের মত চিৎকার করে বলে উঠলো- ভালোবাসা খুব খারাপ "ভালোবাসা ভাল নয়" ওর এই আচরণে কৃষ্ণকলিও ভয় পেয়ে কেঁদে ফেললো- ওদের কান্নায় প্রকৃতিও ঠিক থাকতে না পেরে হঠাৎ রোদের মাঝে বৃষ্টি ঝরিয়ে দিল।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

রেভা: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স: ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৪-২০২৫/৭৯১ তারিখ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর নিম্নলিখিত পদে কর্মী নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্র নং	পদের নাম	সেবাকেন্দ্র/ বিভাগ	কর্মীর সংখ্যা	বয়স ও লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পদের দায়িত্বসমূহ
০১	ট্রেইনী লোন রিয়েলাইজেশন	নন্দা সেবাকেন্দ্র	০২ জন	সর্বনিম্ন ৩০ বছর পুরুষ	১৫,০০০/- (মাসিক টার্গেট প্রদান করা হবে এবং পলিসি মোতাবেক টার্গেট অর্জনের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে মাসিক বেতন ও প্রতি তিন মাস অন্তর ইনসেনটিভ প্রদান করা হবে)	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোন বিভাগে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকার মধ্যে যে কোন সেবাকেন্দ্র / বিভাগে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য দেশের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। - ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - বকেয়া ও খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এবং এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকাসমূহ ও প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন জেলায় যেয়ে কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে কাজের ক্ষেত্রে পলিসি মোতাবেক যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে। - বকেয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়ে খেলাপিদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করা ও তাদের জন্য কার্যকর অর্থপ্রদানের পরিকল্পনা তৈরী করা। - নিয়মিতভাবে সুপারভাইজারকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহের আপডেট প্রদান করা এবং অনিয়মিত ও নিষ্ক্রিয় একাউন্টসমূহ সনাক্ত করণপূর্বক নিয়মিত তাদেরকে পর্যবেক্ষণ ও ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা। - ঋণ গ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে তাদের চাহিদা এবং আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ পাওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক তাদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা। - কম্পিউটার (এম.এস. অফিস, এক্সেল) নূন্যতম জ্ঞান থাকা অত্যাবশকীয়। - বাংলা ও ইরেজি টাইপের দক্ষতা থাকতে হবে।
		নন্দা সেবাকেন্দ্র	০২ জন			
		মিরপুর সেবাকেন্দ্র	০২ জন			
		সাধনপাড়া সেবাকেন্দ্র	০১ জন			
		লক্ষীবাজার সেবাকেন্দ্র	০১ জন			
		প্রধান কার্যালয়	০১ জন			

শর্তাবলীঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত **পদের** নাম এবং যে **'বিভাগ/সেবাকেন্দ্র'** তে কাজ করতে ইচ্ছুক তা স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৭। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আবেদন পত্র আগামী ০৬ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
১১। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
জোনাস গমেজ
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা

বিজ্ঞ/৫৩/২৫

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড

The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

স্থাপিতঃ ০১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ, রেজি. নং-০৫, তারিখঃ ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ, Estd. 01/05/2007, Reg. No. 05, Date: 19/07/2012
১ম সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০১ (আইন), তারিখঃ ০৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ, ২য় সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০২ (আইন), তারিখঃ ২০/০৩/২০২৪ খ্রিঃ
1st Amendment Reg. No. SA-01 (Act), Date: 05/01/2023, 2nd Amendment Reg. No. SA-02 (Act), Date: 20/03/2024

সূত্র ঃ কাক্‌কো/সেক্রেটারী/২০২৫-৩৩ তারিখ ঃ ১৮/০২/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা
বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর সকল সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং ডেলিগেটগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২১ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকায়, কক্সবাজার স্থিত হোটেল সী প্যালেস, কলাতলী, কক্সবাজার-এ দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য সমিতির পক্ষ থেকে (১) একজন ডেলিগেট অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বিকাল ৫:৩০ ঘটিকা থেকে শুরু হবে।

উল্লেখ্য, কোন সদস্য সমবায় সমিতির পক্ষে গত ০১/০৭/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন-২০২২-এ প্রতিনিধিত্বকারী ডেলিগেট পরিবর্তিত হয়ে থাকলে ডেলিগেট ফরম পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর কপিসহ কাক্‌কো লিঃ-এর উপ-আইনের ১৩(ক), (খ) বিধান মোতাবেক সর্বশেষ ১৩ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত কাক্‌কো লিঃ-এর স্থায়ী কার্যালয়ে পৌছানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, ১৩ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরিবর্তিত ডেলিগেটের নাম প্রেরণ করা না হলে গত ০১/০৭/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন-২০২২-এ প্রতিনিধিত্বকারী ডেলিগেটের নাম বহাল থাকবে।

অতএব, অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত সকল ডেলিগেটগণকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সভার আলোচ্যসূচীঃ-

০১। উপস্থিতি গণনা ও কোরাম ঘোষণা;
০২। আসন গ্রহণ;
০৩। জাতীয়, সমবায়, কাক্‌কো ও অন্যান্য সদস্য সমিতির পতাকা উত্তোলন;
০৪। পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা;
০৫। কার্যবিবরণী রক্ষক নিয়োগ;
০৬। চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ;
০৭। ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;
০৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন;
০৯। সেক্রেটারীর কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
১০। আর্থিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
১১। প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১২। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;
১৩। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও গ্রহণ;
১৪। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১৫। উপ-আইন সংশোধনী;
১৬। বর্তমান শেয়ারের বাজার মূল্য নির্ধারণ
১৭। বিবিধ আলোচনা (যদি কিছু থাকে);
১৮। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি।

উল্লেখিত দিনে বিকাল ৫:৩০ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকার মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

টুটুল পিটার রড্রিক্স
সেক্রেটারী (কো-অপ্ট), কাক্‌কো লিঃ

সংযুক্ত ঃ নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রের ফটোকপি -------- ২ (দুই) পাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (১) সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর ৩৭ ধারা এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ এর ৮৮(৩) বিধি মোতাবেক কোন সদস্য সমিতির বার্ষিক চাঁদা, শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণ অথবা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্যকোন পাওনা বকেয়া থাকলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সমিতি বার্ষিক সাধারণ সভায় তার কোন অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

অনুলিপি ঃ ১। মাননীয় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, সদয় অবগতির জন্য।
২। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ সদয় অবগতির জন্য।
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড।
৪। অফিস কপি।

বিজ্ঞ/৫৬/২৫

অফিসঃ নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোনঃ +৮৮ ০২-২২৩৩১৪০০৪, মোবাইলঃ +৮৮ ০১৩২৯-৭২২৯৮৯
ই-মেইলঃ info@caccoltdbd.com, ওয়েবঃ caccoltdbd.com

Office : Neer-28, 74/1 (1st Floor), Monipuripara,
Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh
Phone : +88 02-223314004, Mobile : +88 01329-722989
E-mail: info@caccoltdbd.com, Web: caccoltdbd.com

সততার মূল্য

ছোট্ট একটি গ্রাম ছিল, যেখানে আবির নামে এক খুশি-খুশি ছেলে থাকত। আবির ছিল খুব ভালো মনের, পরিশ্রমী এবং সবসময় সত্য কথা বলত। তার বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক, কিন্তু সততার ব্যাপারে কোনো আপস করতেন না। বাবা সবসময় আবিরকে বলতেন, "সততা হলো মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ।"

একদিন আবির স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তার ধারে একটি সুন্দর চামড়ার মানিব্যাগ পেল। সে অবাক হয়ে সেটি তুলে নিল। ভেতরে অনেক টাকা আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিল। মানিব্যাগের ভেতর একটি পরিচয়পত্রও পেল, যেখানে লেখা ছিল "মো. জসিম উদ্দিন"।

আবির বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই এই ব্যাগের মালিক খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাই সে দ্রুত বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে সব বলল। তার মা বললেন, "বাবা, টাকা পেলে অনেকে লোভে পড়ে যায়, কিন্তু আমাদের কখনও অন্যের জিনিস নেওয়া উচিত নয়।"

বাবা ও আবির মিলে ঠিক করল, তারা গ্রামের মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেবে, যেন হারানো মানিব্যাগের প্রকৃত মালিক খুঁজে পাওয়া যায়।

পরদিন সকালে, আবির ও তার বাবা মসজিদে গিয়ে মানিব্যাগ পাওয়ার কথা ঘোষণা করল। কিছুক্ষণ পর, এক ভদ্রলোক দৌড়ে এলেন এবং বললেন, "আমি জসিম উদ্দিন, আমি গতকাল আমার মানিব্যাগ হারিয়ে ফেলেছিলাম!"

আবিরের বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মানিব্যাগে কী কী ছিল?"

জসিম উদ্দিন সবকিছু সঠিকভাবে বর্ণনা করলেন। নিশ্চিত হওয়ার পর, আবির মানিব্যাগটি তার হাতে তুলে দিল।

ভদ্রলোক খুশিতে কেঁদে ফেললেন এবং আবিরকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি এত সৎ! তোমার মতো ছেলে হলে সমাজে কেউ কষ্ট পেত না।"

তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু টাকা পুরস্কার দিতে চাইলেন, কিন্তু আবির মাথা নেড়ে বলল, "না চাচা, আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি।"

এই ঘটনা শুনে পুরো গ্রাম আবিরের সততার প্রশংসা করল। গ্রামের মুরুব্বিরা বললেন, "এই ছেলেটি একদিন অনেক বড় হবে, কারণ সে সততার মূল্য বোঝে।"

শিক্ষা: সততা আমাদের সবচেয়ে বড় গুণ। সৎ মানুষ সবসময় সবার ভালোবাসা ও সম্মান পায়। তাই কখনোই অসততা করা উচিত নয়।

আলোকিত প্রভাত বন্দনা

আলোকিত সকালের সূর্য রশ্মি
আশার বাণীতে জীবনের পথ দেখায়
নতুন আলোর মাঝে,
জীবন ছন্দ শোভা পায়।

আলোয়-আলোয় বন্যা বয়ে
প্রত্যুষের সকালে,
বিশ্ব সৃষ্টি প্রশংসা করে
উদিত রবি রশ্মির প্রাণবন্ত ছোঁয়াতে।

আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়
জীবনের পথ যাত্রা
দিক বিদিক জেগে উঠে
আলোর ঝর্ণা ধারায়
নতুনের সাজে, প্রভাতের জয়গানে
আলোর মহিমা সর্বলোকে।

আলোকিত রশ্মি-উষার তমসা ঝেড়ে
কল-কাকলীতে মুখরিত নতুন দিন
এ যেন আলোকিত দিনে
ধরণীতে মঙ্গল সাজে।

আলোর বন্দনার স্তুতি নৈবেদ্য
মানুষের হৃদয় কোঠরে
ভালোবাসার গান গায়
জীবনের অদিত্য সখা
আলোকিত প্রভাত বন্দনাতে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

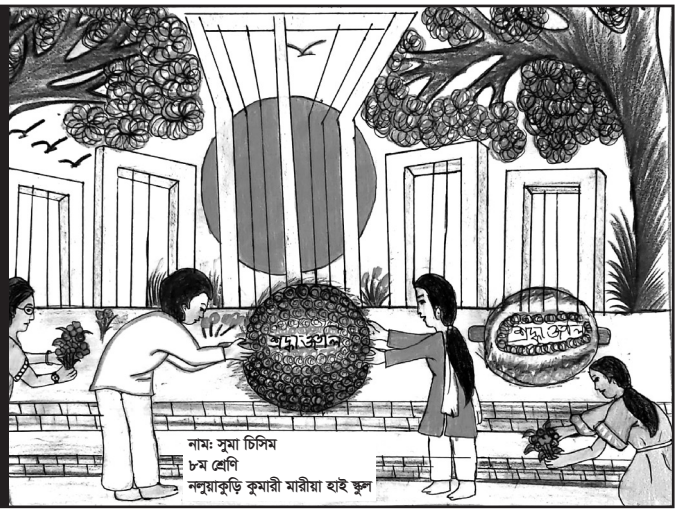

নাম: সুমা চিসিম
৮ম শ্রেণি
নলুয়াকুড়ি কুমারী মারীয়া হাই স্কুল

নাম: কথা ইউফ্রেজিয়া গমেজ
৭ম শ্রেণি
সেন্ট ইউফ্রেজিয়া হাই স্কুল এণ্ড কলেজ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিস্টার সিমোনা ব্রাম্বিলাকে ভাতিকানের প্রথম নারী প্রিফেক্ট রূপে নিযুক্ত করলেন পোপ মহোদয়

গত ৬ জানুয়ারি রোজ সোমবার প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ পর্বদিনে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিস্টার সিমোনা ব্রাম্বিলাকে উৎসর্গীকৃত জীবন ও প্রৈরিতিক জীবন সংস্থার প্রিফেক্ট হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর সাথে কার্ডিনাল অ্যাঞ্জেল ফের্ণান্দেজ আরতিমে প্রো-প্রিফেক্ট রূপে মনোনীত হয়েছেন।

সিস্টার সিমোনা আগামী ২৭ মার্চ ৬০ বছরে পদার্পণ করবেন। প্রিফেক্ট হবার পূর্বে তিনি তার সংঘ কন্সলাতা মিশনারীজ সংঘের সংঘ

প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি উৎসর্গীকৃত জীবন ও প্রৈরিতিক জীবন সংস্থা দপ্তরের সেক্রেটারী হিসেবে ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে কর্মরত ছিলেন। তিনিই প্রথম নারী যিনি ভাতিকানের কোন দপ্তরের প্রিফেক্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। পোপ মহোদয় ৬৫ বছর বয়সী কার্ডিনাল অ্যাঞ্জেলকে প্রো-প্রিফেক্ট করেছেন যাকে সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কার্ডিনাল পদমর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

ইতিহাসে সিস্টার সিমোনা ছিলেন দ্বিতীয় নারী যিনি ভাতিকানের কোন দপ্তরের সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আগে সিস্টার আলেসান্দ্রো স্মেরিল্লি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সিস্টার ব্রাম্বিলা কন্সলোতা মিশনারী সিস্টার হবার আগে একজন পেশাধারী নার্স ছিলেন, যে পেশায় তিনি ২০১১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ছিলেন। তিনি আফ্রিকার মোজাম্বিকে মিশনারী হিসেবে কাজ করেছেন।

জুলাই ৮, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় প্রথমবারের মতো ৭জন নারীকে উৎসর্গীকৃত জীবন ও প্রৈরিতিক জীবন সংস্থা দপ্তরের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে সিস্টার ব্রাম্বিলাকে প্রথমবারের মতো সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয় এবং যিনি বর্তমানে প্রিফেক্ট।

হলি সি ও ভাটিকান সিটি রাষ্ট্রে তথ্যানুযায়ী পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় শাসনামলের শুরু থেকে (২০১৩-২০২৩) বর্তমান সময়ে ভাতিকানে নারীদের উপস্থিতি শতকরা ১৯.২ থেকে শতকরা ২৩.৪ হয়েছে। আগে ভাতিকানের কোনো দপ্তরের প্রিফেক্ট শুধুমাত্র একজন পুরুষই হতেন। কিন্তু সিস্টার সিমোনাকে সে মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, বারবারা জেত্তাকে ভাতিকান মিউজিয়ামে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন, যা পূর্বে একজন পুরুষকেই শুধু বিবেচনা করা হতো; ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার রাফায়েলা পেত্তিনিকে ভাতিকান রাষ্ট্র পরিচালনার সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করা হয়, যা পূর্বে একজন বিশপের জন্য নির্ধারিত ছিলো।

এছাড়াও খ্রিস্টভক্ত, পরিবার ও জীবন বিষয়ক দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী হিসেবে গাব্রিয়েলা গামবিনো ও লিনা ঘিসোনি এবং উৎসর্গীকৃত জীবন ও প্রৈরিতিক জীবন সংস্থা বিষয়ক দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন সিস্টার কার্মেন রস নরতেস। এমিলচে কুদা ল্যাটিন আমেরিকা বিষয়ক পোপীয় দপ্তরের সেক্রেটারী, নাতাশা গভেকার পোপীয় যোগাযোগ দপ্তরের ঐশতত্ত্ব-পালকীয় বিভাগের পরিচালক, ক্রিস্তিয়ানে ম্যুরে, হলি সি প্রেস অফিসের ডেপুটি সেক্রেটারী, শার্লট কিরচফ, অর্থনীতি বিষয়ক কাউন্সিলের ডেপুটি পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সিস্টার নাথালি বেক্যু, সিনড বিষয়ক দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারির মহান দায়িত্ব পালন করেন।

নারীর ক্ষমতায়নে পোপ ফ্রান্সিসের নতুন চমক

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ভাতিকানে পোপ ফ্রান্সিস সিস্টার রাফায়েলা পেত্রিনি এফ.এস.ই. কে ভাতিকান রাষ্ট্রের পরিচালনা-পরিষদের প্রধান হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

সিস্টার রাফায়েলার দাপ্তরিক দায়িত্ব যুগপৎ "ভাতিকান রাষ্ট্রের পোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট" এবং "ভাতিকান রাষ্ট্রের পরিচালক-মণ্ডলীর প্রেসিডেন্ট" হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। আগামী ১ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর কর্ম-দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ইতিপূর্বে সিস্টার রাফায়েলা পেত্রিনি বিগত ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর থেকে একই প্রতিষ্ঠানের মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান কর্ম-দায়িত্বে তিনি স্পেনীয় কার্ডিনাল ফের্নান্দো আলমেগা-র স্থলাভিষিক্ত হলেন।

ভাতিকান রাষ্ট্রের পরিচালনা-পরিষদের সর্বময়কর্তা হিসাবে সিস্টার রাফায়েলা পেত্রিনির অধীনে ছয়জন কার্ডিনাল কাজ করবেন। সিস্টার রাফায়েলা পেত্রিনি ভাতিকানের দুই হাজার সরকারি কর্মচারির তদারকি ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, ডাক ও যোগাযোগ, জরুরি ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য (চিত্রশালা ও যাদুঘর) শীর্ষক খাতগুলোর অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সিস্টার রাফায়েলা পেত্রিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি রোম নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাধু টমাস আকুইনাস বিশ্ববিদ্যালয় বা আঞ্জেলিকুম থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতাও করেছেন।

ভাতিকান রাষ্ট্রের পরিচালনা-পরিষদের প্রধানের দায়িত্ব আগে শুধু কার্ডিনালদেরই দেওয়া হতো। এই প্রথম এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে একজন নারী, তথা একজন ব্রতধারিণী ভগিনীকে দেওয়া হল। অবশ্য ইতিপূর্বে পোপ ফ্রান্সিস আরেক সন্ন্যাসিনী সিমোনা ব্রাম্বিলাকে ব্রতধারী ও যাজক-সংঘসমূহের দাপ্তরিক প্রধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।

নারীদের দায়িত্ব অর্পণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক মণ্ডলীর শতাব্দী-প্রাচীন পুরুষ-তান্ত্রিকতা ও পুরুষ-প্রাধান্যের নিগড় ভেঙে সমতা আনয়নের চেষ্টা করছেন।

অসুস্থ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের জন্য প্রার্থনা করুন

পোপ ফ্রান্সিসের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে জটিল। গত শুক্রবার ৮৮ বছর বয়সী পোপ মহোদয়কে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ও ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসার জন্য রোমের জেমেলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে সিটি স্ক্যান ও অন্যান্য পরীক্ষায় তাঁর উভয় ফুসফুসে নিউমোনিয়া ধরা পড়ে। ভাতিকান জানিয়েছে, পোপের শারীরিক অবস্থা এখনও জটিল, তবে তিনি মানসিকভাবে স্থিতিশীল আছেন এবং নির্ধারিত চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে তাঁর শরীরে জ্বর নেই, এবং তিনি পড়াশোনা ও প্রার্থনায় সময় কাটাচ্ছেন। পুণ্যপিতার জন্য অসংখ্য মানুষ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা পাঠিয়েছেন, যা তাঁকে আপ্লুত করেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *Vatican news, ফেইজবুক পেইজ, প্রদীপ পেরেজ*

বেদী সেবক ও শুভ্র পোষাক অনুষ্ঠান- ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

আলবার্টটুডু: গত ৭ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে' বেদীসেবক ও ক্যাসাক প্রদান অনুষ্ঠান হয়। ৭ ফ্রেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বিকেল ৪.৩০ মিনিটে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী'র পবিত্র আত্মা নতুন ভবনের সামনে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী'র পরিচালক মণ্ডলী এবং অন্যান্য ফাদারগণ, সিস্টারগণ, অভিভাবকগণ, আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে বেদীসেবক প্রার্থী অভিভাবকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনিময় এবং ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমার বিশেষ প্রার্থনার পরে কীর্তনসহযোগে শোভাযাত্রা করে চ্যাপেলে প্রবেশ করা হয় এবং আরাধনা আরম্ভ হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ১১ জন সেমিনারীয়ান ভাই বেদী সেবার দায়িত্ব ও শুভ্র পোষাক/ক্যাসাক লাভ করেন। খ্রিস্টযাগে ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং বেদীসেবক প্রার্থীর অভিভাবকগণ, আত্মীয়স্বজনসহ প্রায় ২৫০ জনের মতো উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন- পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। উপদেশে তিনি বলেন- "বর্তমানে ক্যাসাক ডে মিনিস্ট্রি হিসেবে মণ্ডলী ঘোষণা করেছে। যাজক ও ডিকনদের বেদীতে সাহায্য করা অন্যতম প্রধান সেবা কাজ। "শুভ্র পোষাক পেয়ে আমরা খ্রিস্টেরই প্রেরণকর্মীর একজন ভাই হিসেবে চিহ্নিত হই। এর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য খুবই গভীর। বেদী সেবক ও শুভ্র পোষাক লাভ করে নিজেদেরকে ত্যাগ করতে শিখি এবং অন্যদের সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করি। খ্রিস্টের সৈনিক হিসেবে সামনের দিকে যেন এগিয়ে যেতে পারি এবং সেবা কাজে অটুট থাকি"।

খ্রিস্টযাগের পরে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিশেষে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বাংলাদেশে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে PWPN-এর কার্যক্রম

ঈশিতা ক্লারা গমেজ: গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুলে দ্বিতীয় জাতীয় PWPN (Pope's World Wide Prayer Network) সভা এবং বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। খ্রিস্টযাগের শুরুতে PWPN-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরেন PWPN-বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও সেন্ট যোসেফ প্রভিন্স-এর প্রাক্তন প্রভিন্সিয়াল ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, বাংলাদেশে PWPN-এর কার্যক্রম ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের কো-অর্ডিনেটরগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ব্রতধারী-ব্রতধারিণীসহ সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ এর সঙ্গে যুক্ত হবে। উক্ত সেমিনারে PWPN-EYM এবং বাংলাদেশে এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও। তিনি বলেন, পোপ মহোদয় মানবিক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং সংহতিপূর্ণ বিশ্বের জন্য প্রার্থনা এবং কর্মের মাধ্যমে প্রতি মাসে আমাদেরকে একত্রিত করার একটি পথ প্রস্তাব করেন। তার মাসিক প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল আমাদের প্রার্থনাকে "কংক্রিট অ্যাকশন"-এ রূপান্তরিত করার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী আহ্বান। বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশের আড়াই কোটি মানুষ এই প্রার্থনা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে। যারা প্রতিদিন পোপের সাথে একাত্ম হয়ে মাসিক উদ্দেশ্য নিয়ে অনবরত প্রার্থনা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের কো-অর্ডিনেটরগণ রিপোর্ট পেশ করেন এবং PWPN-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে মোট ৫৪ জন খ্রিস্টভক্ত এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। সেমিনার শেষে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের কো-অর্ডিনেটরগণের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় জাতীয় মিটিং-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, PWPN-EYM – এর কার্যক্রম ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হলেও ২০২৪ এ এর গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

শুলপুর ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা: গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, শুলপুরে আরাধ্য সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় শুলপুর ধর্মপল্লীসহ আঠারোগ্রাম অঞ্চলের সকল ধর্মপল্লী থেকে ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন। বিকেল ৩টায় খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা শুরু হয়। 'আমিই সেই জীবনময় রুটি' মূলভাবকে কেন্দ্র করে প্রথমে গির্জার ভিতরে ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রার্থনা-আরাধনা করা হয়। এরপর রুটির আকারে প্রভু যিশুকে নিয়ে

শোভাযাত্রায় সেবক, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, যুবতী মেয়ে ও মা, ফুল ছিটানোর দল, প্রথম কমুনিয়ন গ্রহণকারী, আরতির কন্যা, কেনোপি বহনকারী, খ্রিস্টপ্রসাদ বহনকারী ফাদার, অন্যান্য ফাদারগণ, যুবক ও পুরুষেরা যিশুর নামের স্তব, খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের স্তব এবং গানের মধ্য দিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন। দিনের আলোকে তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ বাণী রাখেন মাউসাইদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ডমিনিক সেন্টু রোজারিও। তিনি তার উপদেশে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রার ইতিহাস তুলে ধরেন। ফাদার ডমিনিক বলেন 'আমরা আজ প্রকাশ্যে প্রভু যিশুর দেহ নিয়ে ভক্তিভরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করছি। যাজকের প্রতিষ্ঠা প্রার্থনার মাধ্যমেই সাধারণ রুটি ও দ্রাক্ষারস যিশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়- এটাই আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস। তাই যখন আমরা খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ক'রে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি তখন যেন শুধু বাহ্যিকতা নয় বরং ভক্তি-ভালোবাসা নিয়ে যিশুকে গ্রহণ করি এবং যিশুকে আমাদের হৃদয়ে রাখতে পারি।' শোভাযাত্রা শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত কমল কোড়াইয়া উপস্থিত সকল ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে।

বিশ্ব রোগী দিবস ও লুর্দের রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মালা রিবেরু: গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সাভার, ধরেন্ডায় বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের (বিসিএনজি) উদ্যোগে গীল্ডের নিজস্ব ভবনে লূর্দের রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩৩তম বিশ্ব রোগী দিবস ও লুর্দের রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রফেসর মেবেল ডি' রোজারিও (প্রেসিডেন্ট বিসিএনজি), বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসিকে স্বাগতম ও অভিনন্দন জানান। এরপর মেবেল ডি' রোজারিও এবং সকল সদস্য ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা ও মাল্য দান করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হওয়ার আগে নার্সেস গীল্ডের অসুস্থ্য সদস্যদের সুস্থতার উদ্দেশে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গোমেজ সিএসসি এবং তাকে সহায়তা করেন ফাদার অমল ডি' ক্রুজ পাল-পুরোহিত, ধরেন্ডা ধর্মপল্লী, সাভার। খ্রিস্টযাগ শেষে সবার কপালে পবিত্র তেল লেপন করে আশীর্বাদ করা হয়। এরপর ২য় পর্বে ছিলো আলোচনা সভা। শুরুতেই ছিলো সভাপতির ও অতিথিদের আসন গ্রহণ, বক্তব্য, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা। ৩য় ও শেষ পর্বে মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে খেলাধুলা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর ২য় সমাবর্তন উদ্‌যাপন

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাজুয়েটদের একাডেমিক মাইলফলক অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (এনডিইউবি)-এ উদ্‌যাপিত হয়েছে দ্বিতীয় সমাবর্তন। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি হিসেবে সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে উপদেষ্টা বলেন, "নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা যে জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করেছো তা তোমার ভবিষ্যৎ সফলতার পাথেয় হয়ে থাকবে। গ্রাজুয়েট হওয়া মানে শুধু ডিগ্রি অর্জন করা নয়, বরং দেশের প্রতি নিজের দায়িত্বও কাঁধে নেওয়া।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় একাডেমিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে। এরপর ধারাবাহিকভাবে পবিত্র কুরআন, বাইবেল, গীতা ও ত্রিপিটক থেকে ধর্মীয় বাণী পাঠ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফাদার প্যাট্রিক ডি. গ্যাফনি সিএসসি, অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। এতে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ নটর ডেম-এর কিওঘ-হেসবার্গ প্রফেসর ড. আর. স্কট অ্যাপলবি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই এবং এনডিইউবি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান ড. ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি। ডেপুটি রেজিস্ট্রার ফাদার অসীম থিওটোনিয়াস গনসালভেস সিএসসি, স্নাতকদের ডিগ্রি প্রদান করেন।

একাডেমিক কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকে দুইজনকে চ্যান্সেলর্স গোল্ড মেডেল এবং সাতজনকে ভাইস চ্যান্সেলর্স গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়। পাশাপাশি চারজনকে কুইনলিভান সিলভার মেডেল, তিনজনকে আর্চবিশপ টি. এ. গাঙ্গুলি সিলভার মেডেল, সাতজনকে ফাদার বেনজামিন কস্তা ব্রোঞ্জ মেডেল এবং দুইজনকে ফাদার পিশোতো ব্রোঞ্জ মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ক্যাটাগরিতে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক পরিমল চন্দ্র দত্তকে দেওয়া হয় ফাদার বাসিল অ্যান্থনী মেরী মরো গোল্ড মেডেল।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জনপ্রিয় ব্যান্ড শিরোনামহীন এর ব্যান্ড-শো অনুষ্ঠিত হয়।

লেখা আহ্বান

তপস্যাকালের সংখ্যার জন্য

সম্মানিত পাঠক, লেখকবৃন্দ 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। ৫ মার্চ ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে শুরু হচ্ছে তপস্যাকাল। এই সময়কালের বিভিন্ন চিন্তা- চেতনা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আপনার লেখাটি শিঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

পুনরুত্থান সংখ্যার জন্য

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন ২৫ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।
যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই 'পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonny ফন্ট এবং Windos 97 এ কনভার্ট করে ই- মেইল-এ বিষয় অবষ্যই 'পুনরুত্থান/ লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। - *সম্পাদক*

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
wklypratibeshi@gmail.com

পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে স্ক্রিপ্ট আহ্বান

বিটিভির ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের পুনরুত্থান অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট দরকার। প্রভু যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে কেন্দ্রে রেখে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধসম্পন্ন পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন মিনিটের অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান করা হচ্ছে। যেখানে ধর্মীয় গান ও নৃত্যসহ নাট্যাংশ থাকতে পারে। স্ক্রিপ্ট জমা দেবার শেষ তারিখ ১০ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

স্ক্রিপ্ট পাঠানোর ঠিকানা :

পরিচালক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ০৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 07
Regd. No. DA-33
❖ 23 February -1 March, 2025, ১০ - ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

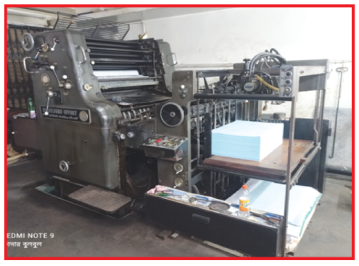

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

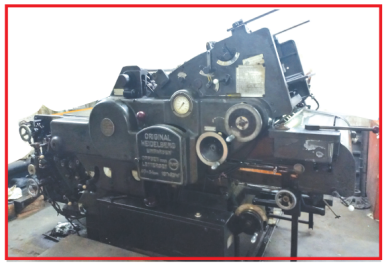

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org